NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ডেঙ্গুর ভয়ে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পানিহাটিতে

আইসিসির কাছে আর্জি, দেশের হয়ে খেলতে চান আফগান মহিলা ক্রিকেটার ৮

কলকাতা ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৫ ভাদ্র ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 2.9.2023, Vol.17, Issue No.83, 8 Pages, Price 3.00

# রাজ্যে আসন সমঝোতার মাঝে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালাবে ইন্ডিয়া

## গ্রহণ করা হল তিনটি প্রস্তাব

**নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর:** দেশের উন্নয়ন নিয়ে ‘ইন্ডিয়া’র সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মুম্বইয়ে দু’দিনের বৈঠকের শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এ কথা জানিয়ে বললেন, ‘আমাদের এ বার সেই পথ ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা।’

নাম না করে আদানি প্রসঙ্গে সরব হন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরেও। মোদির ‘পরিবারতন্ত্র’ সংক্রান্ত প্রচারকে কটাক্ষ করে প্রয়াত বালাসাহেবের পুত্রের মন্তব্য, ‘বন্ধুদের পরিবারতন্ত্র চলবে না। আমরা ভয়মুক্ত ভারত গড়ব।’ উদ্ধবপুত্র আদিত্য জানান, বিরোধী জোটের বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রথমত, সমন্বয়ের ভিত্তিতে যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ‘একের বিরুদ্ধে এক’ প্রার্থী চূড়ান্ত করার জন্য সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু করা। দ্বিতীয়ত, ১৪ সদস্যের সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে যৌথ প্রচার, কৌশল নির্ধারণের মতো বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা। তৃতীয়ত, ‘জুড়েগা ভারত, জিতেগা ইন্ডিয়া’ স্লোগান সামনে রেখে দ্রুত রাজ্যে রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে জন সমাবেশ এবং প্রচার কর্মসূচি শুরু করা।

বিমান ধরার তাড়া থাকায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের আগেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাজির ছিলেন, অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতাদের প্রায় সকলেই। মমতা বৈঠক শুরু আগে সাংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘এখন সময় নেই সময় নষ্ট করার!’ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘আমরা সকলেই আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। কিন্তু আজ আমরা এক মঞ্চে এসেছি। কারণ একটাই; দেশকে বাঁচাতে হবে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, বহুত্ববাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে হবে।’ যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা।

আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ‘আমাদের ইন্ডিয়া শুধু ২৭-১৮টা দলের জোট নয়, দেশের ১২৬ কোটি জনতার জোট। একবিংশ শতকের ভারতকে নির্মাণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।’ সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘মোদি সরকার স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, সবচেয়ে অহঙ্কারী সরকার।’

আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের কথায়, ‘দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিপদের মুখে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানছে মোদি সরকার। সেই সরকারকে সরিয়েই আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব।’ মোদির বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ে রাহুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে আলাদা ভাবে উল্লেখ করেন লালু। সেই সঙ্গে জানান, পরবর্তী পর্যায়ে লোকসভা আসন ধরে ধরে সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হবে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘পরবর্তী ধাপে দেশের প্রতিটি রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো বিষয় সামনে রেখে ‘ইন্ডিয়া’র নেতৃত্ব প্রচারে নামবেন।’

সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি জানান, মূলত রাজ্য স্তরেই হবে আসন ভাগাভাগির প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা। তিনি বলেন, ‘আমাদের জোট বাড়ছে। আরও দু’টি দল এসেছে। আগামী দিনে রাজ্যস্তরে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হবে। আমাদের সকলের একটাই উদ্দেশ্য; ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং ভারতীয় সংবিধানের সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রক্ষা করা।’

## হঠাৎ-ই মঞ্চ ছাড়লেন মমতা-অভিষেক

**নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর:** মুম্বইতে ইন্ডিয়া জোটের মেগা বৈঠকের দ্বিতীয় দিনের আলোচনা পর্ব শেষে সাংবাদিক সম্মেলন চলার মাঝেই মঞ্চ ছাড়লেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা এবং অভিষেক। সূত্রে খবর, এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ২৭টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বই। হঠাৎ-ই নজরে আসে একটি দল কম। এরপরই দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক সেখানে নেই। শুরু হয়ে যায় গুঞ্জন ও নানা জল্পনা। এদিকে এরই মাঝে উদ্ধব ঠাকরে, মল্লিকার্জুন খাড়গে, নীতিশ কুমার, এম কে স্ট্যালিন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা বক্তব্য রেখে ফেলেছেন। পোডিয়ামে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মুখে আসে মমতার নাম। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের মাঝেই মমতা দিদি রয়েছেন। তাঁর কথাও অবশ্যই উল্লেখ করব।’ তখনই সঞ্জয় রাউত-সহ কয়েকজন বলে ওঠেন, ‘মমতাজি বেরিয়ে গিয়েছেন।’ খানিকটা হকচকিয়ে যান তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে এরপর লালু নিছক মজার ছলেই মন্তব্য করেন, ‘উনি যখন নেই তাহলে আমিও বা কেন রয়েছি এখানে।’ এদিকে বক্তা তালিকায় নাম ছিল তৃণমূল সুপ্রিমোরও। সূত্রের খবর, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে বৈঠক স্থল ছাড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। যদিও তৃণমূল সুপ্রিমোর হঠাৎ কলকাতা চলে আসার কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। কলকাতায় ফিরে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেননি মমতা বা অভিষেকও।

### আচার্য হয়ে উপাচার্যের পদ সামলাতে চান

# রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য রাজ্যপাল সংঘাত এবার তুঙ্গে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার পথে রাজ্য। কোন আইনের বলে আচার্য উপাচার্যের পদ সামলাতে পারেন সেই প্রশ্ন তুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শীর্ষ আদালতে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন এদিন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যপালের বেশ কিছু সিদ্ধান্তের বিরোধিতা আইনি পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি তিনি আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। এবার রাজ্য যে সেই পথেই হাঁটছে, তা তিনি শুক্রবার স্পষ্ট করে দিলেন। এর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এ প্রশ্নও তোলেন যে, ‘যিনি আচার্য, তিনিই আবার উপাচার্য। আমি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে কোন আইনের বলে এটা করলেন, আমার মাথায় ঢুকছে না। আমরা আইনি পদক্ষেপ করব বলে ভাবছি।’

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক স্তরে যে টানাপোড়েন চলছে, তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে শিক্ষাঙ্গনে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার সময়ে রাজভবন থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সেখানে বলা হয়, রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকায় পড়ুয়াদের বিভিন্ন ডকুমেন্ট, সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই সেকথা মাথায় রেখে আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপাচার্যের যে দায়িত্ব রাজভবন থেকে পালন করবেন। আপাতত অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। অর্থাৎ, সেখানে আচার্য তথা রাজ্যপাল তাঁর নিজ ক্ষমতাবলে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন। যাতে বিভিন্ন শংসাপত্র, নথি ও অন্যান্য সুবিধা পেতে ছাত্রছাত্রীদের কোনও সমস্যা না হয়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, ছাত্রছাত্রীরা চাইলে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। রাজভবনে যে আমনে-সামনে বলে অনুষ্ঠানটি হয় তার মেইল আইডিতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পড়ুয়ারা তাঁদের প্রয়োজন মতো মেইলও করতে পারেন। এর পাশাপাশি একটি ল্যান্ড নম্বর দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁরা সরাসরি ফোন করে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন।

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই বিজ্ঞপ্তি একেবারে সরাসরিই রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে চ্যালেঞ্জ করছে। তারপরই শিক্ষা দপ্তরের তরফে আইনি পদক্ষেপ করার কথা ভাবা হয়।

# দত্তপুকুর বিস্ফোরণকাণ্ডের মূলচক্রীকে ধরল এসটিএফ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দত্তপুকুরে বিস্ফোরণকাণ্ডে বড় সাফল্য রাজ্যের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের। দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারবারের মূলচক্রীকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। ধৃতের নাম মহম্মদ নজরুল ইসলাম। কলকাতা বিমানবন্দর চত্বর থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে দমদম বিমানবন্দর চত্বরের বাইরে তৈরি ছিলেন রাজ্য পুলিশের এসটিএফ আধিকারিকেরা। আর তাতেই আসে সাফল্য। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বিমানবন্দরের বাইরে থেকে পাকড়াও করা হয় দত্তপুকুরের বেআইনি বাজি সরবরাহ কারবারের মূল পান্ডাকে। এদিকে সূত্রে খবর, দত্তপুকুরে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের পরপরই এলাকা থেকে চম্পট দিয়েছিল মহম্মদ নজরুল ইসলাম নামে ওই মূল চক্রী। এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের পরই চেন্নাইয়ে পালিয়ে যায় নজরুল। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বেআইনি বাজি ট্রাকে বোঝাই করে বাইরে পাচার করে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের অভিযানে আগেই এমন বেশ কয়েকটি ট্রাক পাকড়াও করা হয়। গত ২৯ অগস্ট এক বিশেষ অভিযানে পাঁচটি ট্রাক আটকেছিল এসটিএফ। প্রতিটি ট্রাকেই বোঝাই করা ছিল বেআইনি বাজি। এই ঘটনায় দু’জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং আমডাঙা থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের হাতে এই নজরুলের বিষয়ে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। এসটিএফের অফিসাররা গোপন সূত্র মারফত জানতে পারেন, বৃহস্পতিবার কলকাতা বিমানবন্দর চত্বর দিয়ে রাজ্যে ফিরে আসবে নজরুল। সেই মতো আগে ভাগে প্রস্তুত ছিলেন অফিসাররা। তাতেই ধরা পড়ে যায় দত্তপুকুর বাজি বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল চক্রী।

# ‘এক দেশ এক ভোট’ কার্যকর করতে কমিটি গড়ল কেন্দ্র

## নেতৃত্বে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ

**নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর:** লোকসভা নির্বাচনের মাস সাতেক আগে আবার ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতি কার্যকরের পক্ষে তৎপরতা শুরু করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ওই নীতি কার্যকরের দিকগুলি খতিয়ে দেখার জন্য আইন কমিশনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে বলে সরকারি একটি সূত্রের খবর। সেই আলোচনার ভিত্তিতে ‘এক দেশ এক ভোট’ নীতি কার্যকরের দিশা খুঁজতে একটি কমিটি গঠন করেছে মোদি সরকার। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, সেই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

গত বাদল অধিবেশনে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল জানিয়েছিলেন, ‘এক দেশ এক ভোট’ চালু করার জন্য আইন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে কেন্দ্র। তিনি বলেন, ‘এর ফলে যে বিপুল অর্থের সাশ্রয় হবে, তা রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রচারে ব্যয় হতে পারে। এই নীতি কার্যকর হলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গতিও বাড়বে।’ প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচ দিনের জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথা ঘোষণা করেছেন। সেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পাশাপাশি ‘এক দেশ এক ভোট’ সংক্রান্ত বিল পাশ করানো হতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। বিশেষ অধিবেশনেই রাষ্ট্রপতি কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি রিপোর্ট পেশ করতে পারে।

লোকসভা ভোটের সঙ্গেই সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট সেরে ফেলার নেপথ্যে মোদি সরকারের যুক্তি হল, এতে নির্বাচনের খরচ কমবে। একটি ভোটার তালিকাতেই দু’টি নির্বাচন হওয়ায় সরকারি কর্মীদের তালিকা তৈরির কাজের চাপ কমবে। ভোটের আদর্শ আচরণ বিধির জন্য বার বার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকবে না। নীতি আয়োগ, আইন কমিশন, নির্বাচন কমিশনও এই ভাবনাকে নীতিগত সমর্থন জানিয়েছে বলে কেন্দ্রের দাবি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রথম বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরেই মোদি ‘এক দেশ এক ভোট’ তত্ত্ব প্রকাশ্যে এনেছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লষকদের একাংশ মনে করছেন, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কৌশল থেকেই ‘এক দেশ এক ভোট’ পদ্ধতি কার্যকর করতে চাইছে বিজেপি। তাদের উদ্দেশ্য, শুধু লোকসভা ভোট হলে বিরোধী দলগুলির পক্ষে আসন সমঝোতা করা সহজ হবে। কিন্তু একই সঙ্গে বিধানসভা ভোট জুড়ে দিতে পারলে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগী আঞ্চলিক দলগুলির বিরোধ অনিবার্য। বিরোধীদের একাংশের আশঙ্কা, পরবর্তী পর্যায়ে এই নীতিতে হেঁটে রাজ্য নির্বাচন কমিশনগুলিকে কার্যত ক্ষমতাহীন করে দিয়ে পঞ্চায়েত-পুরসভা ভোটকেও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ঘটনাচক্রে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ সংক্রান্ত মামলায় ধাপে ধাপে উপত্যকার পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভার ভোটের আয়োজনের কথা বলেছে মোদি সরকার।

# ‘ইন্ডিয়া’র ১৩ সদস্যের সমন্বয় কমিটিতে রয়েছেন অভিষেক, নেই গান্ধি পরিবারের কেউ

**নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর:** শুক্রবার দুপুরে মুম্বইয়ের হোটেল গ্র্যান্ড হায়াতে বিজেপি বিরোধী ২৮টি দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের বৈঠকে তৈরি হল ১৩ জনের কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি। ওই কমিটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই ‘ইন্ডিয়ার বৈঠকে জোটের আনুষ্ঠানিক স্লোগানও ঘোষিত হয়েছে; ‘জুড়েগা ভারত, জিতেগা ইন্ডিয়া’। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, ১৩ জনের সমন্বয় কমিটির অন্য নামগুলি হল শরদ পাওয়ার (এনসিপি), কেসি বেণুগোপাল (কংগ্রেস), এমকে স্ট্যালিন (ডিএমকে), তেজস্বী যাদব (আরজেডি), হেমন্ত সোরেন (জেএমএম), মেহবুবা মুফতি (পিডিপি), ওমর আবদুল্লা (ন্যাশনাল কনফারেন্স), সঞ্জয় রাউত (শিবসেনা-উদ্ধব), লালন সিং (জেডিইউ), জাভেদ আলি খান (সমাজবাদী পার্টি), ডি রাজা (সিপিআই) এবং রাঘব চাড্ডা (আপ)। ‘ইন্ডিয়া’র তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দ্রুততার ভিত্তিতে আসন্ন লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে ‘যতটা সম্ভব ঐক্যেবদ্ধ ভাবে’ লড়াইয়ের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১৩ জনের সমন্বয় কমিটিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিপিএমের কোনও প্রতিনিধি নেই কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে। নেই গান্ধি পরিবারের কেউ। কংগ্রেসের তরফে কে সি বেণুগোপালকে এই কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হয়েছে। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, কমিটিতে সিপিএমের এক নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাঁর নাম পরে জানাবে সিপিএম।

# মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সৌরভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে বিদেশি লগ্নি টানতে স্পেন ও দুবাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সফরের জন্য মিলেছে কেন্দ্রের অনুমতিও। আর এই সফরে বার্সেলোনায় তাঁর সঙ্গী হতে চলেছেন খোদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ সফর শুরু। প্রথমে স্পেনে উড়ে যাবেন তিনি। স্পেনের বণিক মহলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক বৈঠক রয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশ সফরে থাকবেন তিনি। ফেরার পথে দুবাই হয়ে আসবেন। মূলত রাজ্যে লগ্নি টানার লক্ষ্যেই এই বিদেশ সফর।

*বিস্তারিত শহরের পাতায়*

## যাদবপুর সিসি ক্যামেরা: দাবি ছাত্র সংগঠনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সবপক্ষকে নিয়ে একটি বৈঠকের ডাক দেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৈঠকে শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী, গবেষক ও পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোথায় কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা তা লিখিতভাবে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষকে, বৈঠকে ছাত্র সংগঠনগুলির তরফে এমন দাবি করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি সিসিটিভি কারা নজরদারি করবে তাও লিখিতভাবে জানানোর দাবি করেন ছাত্র সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। এই দাবি সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, ক্যাম্পাসে কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে তা পড়ুয়ারা নির্ধারণ করে দেবেন কি না তা নিয়েই। ছাত্র সংগঠনের এই দাবি মুখে কার্যত নমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এমনটাই সূত্রের খবর।

## বাজি কারখানার লাইসেন্স আর জেলা থেকে নয়, নির্দেশ নবান্নের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দত্তপুকুরের বাজি কারখানা বিস্ফোরণের পর তৎপর হল রাজ্য প্রশাসন। যদিও এই ধরনের তৎপরতা আগেও দেখানো হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে। যেমন, এগরা বা বজবজে বিস্ফোরণের পরও বাজি কারখানার লাইসেন্স নিয়ে সতর্ক হওয়ার কথা বলেছিল নবান্ন। তারপরও দত্তপুকুরে যে ঘটনা ঘটল, তা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আর সেই কারণেই এবার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হল, যাতে জেলা স্তর থেকে আর কোনও বাজি কারখানার লাইসেন্স না দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবারই এ বিষয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রে খবর। সম্প্রতি গত রবিবার সকালে বারাসতের দত্তপুকুরে আচমকাই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। থানার নীলগঞ্জ ফাঁড়ির এলাকায় কার্যত ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় একটি দোতলা বাড়ি। এই ঘটনায় প্রাণ যায় ৯ জনের। আশপাশের একাধিক বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই বাড়ির ভিতর বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করা হত বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পর রাজ্য সরকারের দিকেই আঙুল তুলেছেন বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নবান্নে ছিল জেলাশাসকদের সঙ্গে মুখ্যসচিবের বৈঠক। বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়েই আলোচনা হয়েছে এদিন। নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জেলাশাসকদের বলেছেন, যাতে আর কোনও বাজি কারখানাকে জেলাস্তর থেকে লাইসেন্স না দেওয়া হয়। পুলিশ সুপারদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে নবান্ন। মুখ্যসচিবের নির্দেশ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সব জেলায় বাজি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। কারণ, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বারবার এভাবে বিস্ফোরণের ঘটনাই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের কপালে।

# সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির প্রথম দিনেই জমা পড়ল ৫ লক্ষ আবেদন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া পড়ল দুয়ারে সরকার শিবিরে। রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার শিবিরে পা পড়ল ৫ লক্ষের বেশি মানুষের। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে থেকে সপ্তম দফায় দুয়ারে সরকার শিবির চালু হয়েছে। প্রথম দিনে রাজ্যে আট হাজার ৯৩১টি শিবির থেকে ৩৫ রকমের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন জমা নেওয়া হয়েছে। শিবিরগুলিতে ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৪৫ জন এসেছেন বলে সরকারিভাবে জানান হয়েছে। এইবার প্রথম দফায় আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত ৯৭ হাজার ৮৭৩টি শিবিরের আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। জমা পড়া সব আবেদন পরীক্ষা করে আগামী ১৮ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে পরিষেবা সুবিধা প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সপ্তম দুয়ারে সরকার শিবিরে বার্ধক্যভাতার আবেদন করতে পারবেন সবাই। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার চারটি নতুন পরিষেবা দুয়ারে সরকার শিবির থেকে পাওয়া যাবে। জয় জওহর প্রকল্পে এবং তপসিলি বন্ধু প্রকল্পে এতদিন তপসিলি উপজাতি ও জাতির ৫৯ বছরের বেশি প্রবীণরাই আবেদন করতে পারছিলেন। আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রাপকরা ৬০ হয়ে গেলে বার্ধক্যভাতা পাচ্ছিলেন। এবার রাজ্যের যে কোনও প্রবীণ মানুষই আবেদন করতে পারবেন। এই ভাতা পাওয়ার শর্তাবলী মেনে আবেদন করলেই তাঁরা বার্ধক্যভাতা পেয়ে যাবেন। মাসে ১ হাজার টাকা করে এই ভাতা পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও এবার দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের দপ্তরের উদ্যম পোর্টালে নাম নথিভুক্তকরণ এই শিবির থেকেই হবে। এছাড়াও তাঁতি ও হস্তশিল্পীরা নানা ধরণের সুযোগ পেতে এই শিবিরে আবেদন করতে পারবেন। শুক্রবার থেকে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলবে। ২ লক্ষ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। এর মধ্যে ৩৬ শতাংশ ভ্রাম্যমান শিবির। শিবিরে আবেদনপত্র গ্রহণের পর পরিষেবা প্রদান করা হবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই শিবিরের কথা সাধারণ মানুষের কাছে জানাতে মাইকিং,এর ব্যবস্থা করা হবে। লোকশিল্পীরাও প্রচারের কাজে থাকছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলায় জেলায় দুয়ারে সরকার শিবির বসবে । একই সঙ্গে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিও চলবে। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে মোট ৩৫ টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন ও বৃদ্ধদের পেনশনের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে 'খেলা হবে' প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করানো হবে। আবেদন গ্রহণের পর পরিষেবা প্রদান করা হবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে যেকোনো প্রকল্পের জন্য আবেদন, সংশোধন করার জন্য নিজের আধার কার্ড, ভোটের কার্ড, রেশন কার্ড, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও নিজের সাম্প্রতিক রঙিন ছবিও নিয়ে যেতে হবে আবেদনকারীদের।

রাজ্য সরকারের নিজস্ব ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প এই 'খেলা হবে'। দেশের মধ্যে এই প্রথম কোনও রাজ্যে সেই রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও ১০০ দিনের প্রকল্প চালু হচ্ছে। এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি থেকেই সেই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০ দিনের কাজের জন্য আবেদন জানানো যাবে।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

### নাম-পদবী

গত 17/08/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12639 নং এফিডেভিট বলে আমি Santosh Tripathee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Brijendra Nath Tripathee ও B. Tripathee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত 31/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13435 নং এফিডেভিট বলে Sekh Nasiruddin Mandal S/o. Sekh Lathip ও Sk. Nasir Uddin Mandal S/o. Lathip Sk. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

### নাম-পদবী

গত 31/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13434 নং এফিডেভিট বলে Subhajit Hembram S/o. Shrikanta Hembram ও Subhajit Hembram S/o. K. Hembram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### নাম-পদবী

গত 31/08/23 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 2048 নং এফিডেভিট বলে আমি Yadab Bhandari S/o. Late Shibu Bhandari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Passport টি যাহার নাম্বার 8498542 dtd. 16/12/1999, Valid upto 15/12/2009. বর্তমানে উক্ত Passport টি হারিয়ে গেছে। যাহা সিঙ্গুর থানায় ৩০/০৭/২৩ তারিখে ১৯৭৯ নং জি.ডি. বলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

### নাম-পদবী

গত 01/09/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে আমি Chiranjib Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amal Kumar Das ও A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত 29/08/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13358 নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Bhattacharya ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ramani Mohan Bhattacharya ও R. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

### নাম-পদবী

গত 24/08/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4523 নং এফিডেভিট বলে Jayanti Dutta ও Jayanti Sil Dutta W/o. Ashoke Kumar Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

### বিজ্ঞপ্তি

**In the Court of Civil Judge (Jr. Div.) Ghatal Paschim Medinipur**

**J. Misc Case No.- 46/2023**

**শ্রীমতী মিঠু রানী গুঁই দীং,** ...দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

**শ্রী তন্ময় দত্ত** ...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনগণকে জানানো যায় যে, দাসপুর থানার নিমতলা গ্রাম নিবাসী অধুনামৃত অরুন কুমার গুঁই গত ইং ১৩/০৪/২০২৩ তারিখ মৃত হইলে দরখাস্তকারীগণ তাহার পত্নী, পুত্র, কন্যা ওয়ারিশ বিধায় তাহার ত্যক্ত Mutual fund-এ বিনিয়োগ কৃত Share সমুদয় H.D.F.C. Bank কর্ত্তৃক খরিদ হইয়াছিল যাহার DP A/C No- 41586565 (A Depository Participant of WSDL) DPIDIN300476 As per statement on 14/11/2022 share বাবদ Total valuation was Rs. 104199579.75 টাকা বাবদ অত্র আদালতে Succession Certificate পত্তন জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে। ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ১৭/১০/২৩ তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। নচেৎ আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে
নিজামৎ উল্লা বেগ
**Sheristader**
**Civil Judge's Court (Jr. Divn.), 01/09/2023**

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২ রা সেপ্টেম্বর। ১৫ই ভাদ্র। শনিবার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে মীন রাশি।অষ্টোত্তর শুক্র র মহা দশা। বিংশোত্তরি শনির মহা দশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। বাণিজ্য নতুন কোন সংযোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পারিপার্শ্বিক অবস্থান শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা ও শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল যাদের এতদিন বাধা ছিল, তাদের সুসম্পর্ক তৈরি হবে। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য যে সমস্যাটা ছিল, আজ তা শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যাবে। পুরাতন বান্ধব দ্বারা, ফোন কল দ্বারা বিশেষ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থপ্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটা করার জন্য অনেকটা এগোতে পারবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ, যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, বিক্রয় প্রতিনিধি তাদের আজ বড় সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শ্বশুরবাড়ির যে সদস্য দ্বারা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা আজ মিটে যেতে পারে। সন্তানের জন্য বা নিজের জন্য যদি যানবাহন কিছু কেনার মনস্থির করেছেন সেই বিষয়ে আজ এগিয়ে যেতে পারেন। শুভ হবে বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তুলসী দ্বারা ভগবান শ্রী বিষ্ণুর পূজা করুন নিশ্চিত ঐশ্বরিক কৃপা। প্রাপ্তি হবে।

**কর্কট রাশি :** আজ পরিবারের বা কর্মস্থানে কোন মেশিনারি ব্রেক ডাউন হতে পারে। যান্ত্রিক ত্রুটি হতে পারে সতর্ক থাকা ভালো। হঠাৎ করে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শিক্ষক বা গৃহ শিক্ষক সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক সম্ভাবনা। যারা উচ্চ বিদ্যা যোগে পড়াশোনা করছেন, তাদের সমস্যা তৈরি হবে। কর্মস্থানে যে মানুষটিকে আপন ভেবে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটা করে উঠতে পারবেন না। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের মস্তকে হলুদ প্রদান করুন সর্বসুখ প্রাপ্তি হবে।

**সিংহ রাশি :** আজ পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ থাকবে। এক বান্ধব বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। পরিবারের যে দুস্থ ব্যক্তি আছেন। যাকে সর্বদা অর্থনৈতিক সাহায্য করতে হয়, সেই দুস্থ ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো আপনার আজ উচিত হবে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্ম করেন তাদের সম্মানজনক দিন। ব্যবসা-বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের বয়স্ক মানুষের পায়ে হাত দিয়ে, আজকের দিনটি শুরু করুন।

**কন্যা রাশি :** আজ শুভ দিন। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি। অর্থ প্রাপ্তির দিন। বৈদেশিক এক যোগাযোগে তার কোন বড় চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যারা অর্থ পায় আগে তাদের দেনা শোধ করা উচিত। ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগলের জন্য শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা।

**তুলা রাশি :** বুদ্ধির দ্বারা জয় নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল যে বিরোধ ছিল, আজ সেই বিরোধ মিটবে, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। মামা, কাকা, মাসি সম্পর্কের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। আপনার বুদ্ধির তারিফ হবে। খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন, তবে সতর্ক থাকতে হবে, কোন ছলনাময়ী নারী থেকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এক মনে দেবতার উদ্দেশ্যে ধ্যান করুন। অতীব শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** গ্রহ সংস্থান অনুসারে খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাতে হবে। বান্ধব বেশি শত্রু থেকে সতর্ক থাকা উচিত। আইন আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। কথাবার্তা বলার সময় লেখনি লেখার সময় সতর্ক থাকা শুভ। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, বিশেষত তরল পদার্থ এবং কেমিক্যাল তাদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত। আজ বাণিজ্যে যে বড় চুক্তি হওয়ার কথা ছিল তা থমকে যাবে। বাধা প্রাপ্ত দিন গৃহ মন্দিরে একুশটি প্রদীপ জ্বালুন আর এক মনে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যান করুন, নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

**ধনু রাশি :** আজ উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বাড়ির যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। সংগঠন দ্বারা শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকবে। যে নতুন কাজে হাত দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, আজ তা শুরু করতে পারবেন। নিজেকে এমন ভাবে আজ তৈরি করুন, আপনাকে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে শত্রুকুল। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ১০৮ বিল্ব পত্র বাবা বিশ্বনাথের চরণে প্রদান করুন। সুখ বৃদ্ধি হবে।

**মকর রাশি :** শুভ দিন, আজ শনি বার পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তির দিন দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির বাতাবরণ। আজ পরিবার এবং স্বজনের মধ্যে এক সদস্য দ্বারা, শুভ কাজ হবে। যার জন্য পরিবারের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। বিদ্যার্থীদের শুভ যারা শিক্ষকতা করেন তাদের জন্য শুভ । বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এক মনে দেব-দেবীর ধ্যান করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

**কুম্ভ রাশি :** আজ শান্তির বাতাবরণ। কর্মস্থানে পরিবারে হাস্য উজ্জ্বল দিন। মনে শান্তি এবং প্রেমিক যুগল যারা বাধা প্রাপ্ত ছিলেন আজ অতীব শুভ দিন। ছোট ভ্রমণ করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক, যারা লেখালেখি করেন শিল্পী কলা কুশলী, তাদের শ্রী বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন। শুভ হবে।

**মীন রাশি :** যাদের বিবাহিত জীবন নিয়ে বিচ্ছেদের মামলা শুরু হয়েছে, বা মামলা হবে, তারা অতীব সতর্ক থাকুন। কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে, আসার জন্য সম্মানহানি যোগ হতে পারে। বাণিজ্যে যে অর্থ লাভের সম্ভাবনা ছিল, আজ তা বাধা পড়বে। ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্সের বিষয় কর্মে তৎপরতা হবে কিন্তু লাভ প্রাপ্তি দেখা যাচ্ছে না। আজ গ্রহসংস্থান একটু জটিল, সব বিষয়ে চিন্তা করে মতামত দিলে নিশ্চিত ভালো হবে। ধৈর্য ধরুন বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান। দেব দেবীর ধ্যানে প্রার্থনায় নিজেকে উৎসর্গ করুন। শুভ হবে।

**(আজ স্বরুপানন্দ গিরি মহারাজ ও শ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ -র প্রয়ান দিবস )**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

# নন-ফেয়ার রেভিনিউয়ে কলকাতা মেট্রোর আয় বৃদ্ধি ৪৬.৫৭ শতাংশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতীয় রেল প্রথাগত আয়ের উৎস ছাড়াও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহ দিচ্ছে। ভারতীয় রেলের অংশ হিসাবে মেট্রো রেল এই উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।

মেট্রোর এই প্রয়াসের একটা দিক হল বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে 'পিক আপ অ্যান্ড ড্রপ অফ' (পিইউডিও)-এর সুযোগ-সুবিধা। এরই পাশাপাশি স্টেশনগুলিতে ব্র্যান্ডিং লিটার বিন্স রাখার ব্যবস্থাও হয়েছে মেট্রোর স্টেশনগুলিতে। এছাড়াও মেট্রো রেকের বাইরে এবং ভিতরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হোর্ডিং লাগানোর ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন স্টেশনে 'হেলথ চেক-আপ কিয়স্ক' তৈরি করে আয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে কলকাতা মেট্রো।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দেশের যে কোনও মেট্রো স্টেশনে প্রথমবারের মতো, শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে পুডো সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কলকাতা মেট্রোর অপর একটি অনন্য উদ্যোগ হল উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম করিডরের ৩৪টি স্টেশনে ২০৪টি লিটার বিন বসানো। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মেধা রেকের হ্যান্ডল চেইনগুলিও ব্র্যান্ডিং-এর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এছাড়াও মেট্রো রেল ট্র্যাক সাইডওয়াল ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, অটোমেটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি-পিসি গেট এবং ফ্ল্যাপ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিয়স্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ড এবং টোকেন ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে মেট্রো রেলের নন-ফেয়ার রেভিনিউকে অনেকটাই বাড়ানো গেছে বলেই জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, এইরকম নানা পদ্ধতিতে মেট্রো রেল দেড় কোটি টাকা আয় করেছে। এদিকে ১১.২১ কোটি টাকা নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসেবে আয় হয়েছিল এপ্রিল, ২০২২ থেকে অগস্ট,২০২২-এ। ঠিক একই সময়ে ২০২৩-এ কলকাতা মেট্রোর আয় সেখানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৪৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, এই আর্থিক বছরে নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসেবে কলকাতা মেট্রোর আয় বেড়েছে ৪৬.৫৭ শতাংশ।

*এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্যের মহাপরিচালক এবং বাণিজ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার সারেঙ্গি এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সে প্যাটন গ্রুপের এমডি শ্রী সঞ্জয় বুধিয়া।*

# একশো বছর অতিক্রান্ত অবসরকালীন ভাতা প্রাপককে সংবর্ধনা হাওড়া পুর নিগমের

## নতুন ইতিহাস ছুঁল পুরনিগম প্রশাসন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** শতবর্ষ পেরোলে সরকারি অবসরকালীন ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ হবে এমনটাই রাজ্য সরকারের নিয়ম। আর সেই নিয়মকেই বাস্তবায়িত করে হাওড়া জেলা তথা রাজ্যের বুকে প্রথম শত বর্ষের বেশি বয়সে অবসরকালীন ভাতা প্রাপক হিসাবে ইতিহাস রচনা করলেন হাওড়ার নিবাসী কনকলতা ভট্টাচার্য।

হাওড়া জেলা সহ রাজ্যে সম্ভবত এই প্রথম কেউ একশোর বেশি বয়সে সরকারি অবসর ভাতার সুবিধা পেলেন। হাওড়া পুর নিগমে কর্মরত ছিলেন তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য। ১৯৮৪ সালে তিনি অবসর নেওয়ার পর পেনশন পেতেন। যদিও ২০০১ সালে তাঁর মৃত্যুর তার স্ত্রী কনকলতা ভট্টাচার্য ফ্যামিলি পেনশন পাচ্ছিলেন। সরকারি স্কিম অনুযায়ী, ১০০ বয়স হলে পেনশন দ্বিগুণ হবে আর সেই নিয়ম অনুযায়ী কনকলতা ভট্টাচার্য ১০৩ বছর বয়সে পেনশন দ্বিগুণ হল। শুক্রবার পুর নিগমের তরফ থেকে তাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পুর নিগমের এই উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি কনকলতা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আমার স্বামী তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য পুর নিগমে কর্মরত ছিলেন। এই সিদ্ধান্তে আমি খুশি। হাওড়া পুর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এই প্রথম কোনও ব্যক্তি এই সুবিধা পেল এবং হাওড়া পুর নিগমে ইতিহাস রচিত হল।

আগে তিনি ৯ হাজারের মতো ভাতা পেতেন, এখন থেকে তিনি ১৮ হাজার মাসিক অবসরকালীন ভাতা পাবেন।'

এছাড়াও পুর নিগমের পক্ষ থেকে একাধিক অবসরপ্রাপ্ত ৮০ বছর উর্ধ্ব ব্যক্তিদের পুর নিগমের পক্ষ থেকে 'সুপার পেনশন' দেওয়া হয়েছে বলেই জানান। ১০৩ বছর বয়সি কনকলতা ভট্টাচার্য সহ তার পরিবারের সদস্যরা যথেষ্টই খুশি।

# পুরনিগম এলাকার সরকারি স্কুল থেকে কর নেবে না সরকার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্য সরকার এখন থেকে কলকাতা পুরনিগম এলাকার সব সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পত্তি কর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিন বিধানসভায় এই সংক্রান্ত দ্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংশোধনী বিলের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষণে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আইন অনুযায়ী এতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি ও ভবনের উপরে যে সম্পত্তি কর সংগ্রহের নিয়ম ছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করে দেওয়া হল।' বর্তমানে পুর নিগমের আওতায় থাকা ৭৮টি কলেজ-সহ যে এক হাজার ৯৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখন থেকে তাদের আর সম্পত্তি কর দিতে হবে না বলে তিনি জানান। এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বছরে কর বাবদ দশ কোটি টাকা আয় হওয়ার কথা থাকলেও গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তা এখনও বকেয়া রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিলের উপরে আলোচনার শুরুতে বিজেপির অম্বিকা রায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত স্কুলগুলিকেও কর ছাড়ের আওতায় আনার কথা বলেন। পরে ধ্বনী ভোটে সংশোধনী বিলটি সভায় পাশ হয়ে যায়।

# অপরাধ হতেই পারে, পুলিশ সতর্ক থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে: প্রবীণ ত্রিপাঠি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** শুক্রবার হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে 'তেজস্বিনী' কর্মসূচিতে এসে এভাবেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন হাওড়া পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি। তিনি বলেন, সম্প্রতি দক্ষিণ হাওড়া এলাকার মধ্যে সংগঠিত অপরাধমূলক কাজের বিরুদ্ধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। ডোমজুড়ের যে হত্যাকাণ্ড হয় তার তদন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা ও অপরাধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও আরো কয়েকটি অস্ত্র উদ্ধারের কাজও পুলিশ আধিকারিকরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও শুক্রবার পুলিশ দিবসের অনুষ্ঠানে 'তেজস্বিনী' অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাচ্ছাদের মধ্যে এই প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। দশদিনের প্রশিক্ষণে বড় পরিবর্তন না হলেও বাচ্ছাদের মানসিক দৃঢ়তা ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়লে আমরা ফের তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারব। এছাড়াও তিনি জানান, কোথাও অবৈধ অস্ত্রের চোরাচালান বাড়লেও সেখানে পুলিশের তৎপরতা ও নিজস্ব নেটওয়ার্ক ঠিক থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হয়, এতে

অপরাধের সংখ্যা কমে যায়।

### তারাপীঠের কৌশিকি অমাবস্যা উৎসবে পূর্ব রেলের বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: তারাপীঠের কৌশিকি অমাবস্যার উৎসবকে মাথায় রেখে পূর্ব রেল বিশেষ ব্যবস্থা নিল। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, ' আমরা রামপুরহাট-তারাপীঠ বিভাগে ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর কৌশিকি অমাবস্যার উৎসবের সময়ে অসংখ্য মানুষ অনুসন্ধান করছেন। আমরা পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আশ্বস্ত করতে চাই কৌশিকি অমাবস্যার দিনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শ্রদ্ধালুদের জন্য রামপুরহাট, তারাপীঠ গামী ট্রেনের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

ওই বিশেষ দিনে রামপুরহাট আসার জন্য ইতিমধ্যেই টিকিটের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৩১৮৭ শিয়ালদা-রামপুরহাট এক্সপ্রেস, ১২৩৪৭ হাওড়া-রামপুরহাট এক্সপ্রেস, ১৩১৭৫ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৩০১৭ গণদেবতা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে টিকিটের চাহিদা অনেক। এটা এই কৌশিকি অমাবস্যার দিনের স্বাভাবিক ভিড়। তারাপীঠ ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩- তারাপীঠে কৌশিকি অমাবস্যার উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে এখানে আগত সমস্ত শ্রদ্ধালুদের সুষ্ঠ পরিষেবা দিতে পূর্ব রেল প্রস্তুত বলেই জানান হয়েছে।

# অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতনের লভ্যাংশ দেওয়া বন্ধ করেছে কেন্দ্র

## অভিযোগ রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মরত কর্মীদের বেতনের লভ্যাংশ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বলে রাজ্য সরকার অভিযোগ করেছে। এদিন বিধানসভায় নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা সাংবাদিকদের বলেন, এতদিন কর্মীদের বেতন বাবদ কেন্দ্র সরকার যে ২৫ শতাংশ অর্থ দিত গত মাস থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এর ফলে রাজ্যের এক লক্ষ ১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সুপারভাইজার, সিডিপিও ও ডিপিও-সহ অন্যান্য কর্মীদের বেতন দিতে রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত ৮১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, জুলাই মাস পর্যন্ত বেতন খাতে রাজ্য সরকার মোট অর্থের ৭৫ শতাংশ ও কেন্দ্র সরকার ২৫ শতাংশ অর্থ দিত।

# টানা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে পথ অবরোধ ভাটপাড়ায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ভ্যাপসা গরমে একেতেই নাজেহাল দশা সাধারণ মানুষের। তার ওপর পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং। টানা লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার ভাটপাড়ার কমলা স্টোর মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধে সতটা পর্যন্ত ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে রাখে ক্ষিপ্ত জনতা। ব্যস্ততম সড়ক ঘোষপাড়া রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ ও ভাটপাড়া থানার পুলিশ। অবশেষে উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের আশ্বাসে বাসিন্দারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। স্থানীয় বাসিন্দা কাশীনাথ দাস বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে টানা চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না। শনিবার বিকেল চারটে থেকে ফের বিদ্যুৎ বিভ্রাট। প্রচন্ড গরমে তাদের কষ্ট পেতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য কল থেকে পানীয় জল পেতে সমস্যা হচ্ছে। তাই তারা বাধ্য হয়ে এদিন রাস্তায় নেমেছেন। এদিকে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অধিকারিকে ফোন করেন ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ।

বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই বিদ্যুৎ চলে আসবে। তারপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। উপ-পুরপ্রধানের কথায়, বৃহস্পতিবার পরপর চারটি কেবল বাস্ট করেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ পরিষেবা মিলবে।

# বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে স্পেন সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সৌরভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে বিদেশি লগ্নি টানতে স্পেন ও দুবাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সফরের জন্য মিলেছে কেন্দ্রের অনুমতিও। আর এই সফরে বার্সেলোনায় তাঁর সঙ্গী হতে চলেছেন খোদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ সফর শুরু। প্রথমে স্পেনে উড়ে যাবেন তিনি। স্পেনের বণিক মহলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক বৈঠক রয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশ সফরে থাকবেন তিনি। ফেরার পথে দুবাই হয়ে আসবেন। মূলত রাজ্যে লগ্নি টানার লক্ষ্যেই এই বিদেশ সফর। দুই দেশের শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। সূত্রের খবর অনুসারে, স্পেনের বার্সেলোনায় মমতার এই লক্ষ্যে সামিল হতে পারেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। বরাবরই রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পছন্দ করেন সৌরভ। তবে রাজনীতি নয়, বাংলায় শিল্প আসুক, চান সৌরভও। আর এই লক্ষ্যেই এবার স্পেন এবং দুবাইয়ে মমতার সফরসঙ্গী তিনি। তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরই নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন মমতা। রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগ টেনে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চান তিনি। বাংলায় যে শিল্প ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, তা বারবারই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবছর বেশ জাঁকজমক করে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন হচ্ছে। তাতে দেশের সেরা শিল্পদ্যোগীরা আসছেন। রাজ্যে বিনিয়োগও হচ্ছে। এবার বিদেশ থেকেও বিনিয়োগ আনার লক্ষ্য নিয়েছেন মমতা। যাতে এবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী সৌরভও। বিদেশি শিল্পপতীদের নজর কাড়তে তিনিও বড় ভূমিকা নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে ২০২১ সালে একবার মুখ্যমন্ত্রীর রোম সফরে বাধা আসে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে। এমনকী সে বছর নেপাল সফরের অনুমতি দেওয়া হয়নি মুখ্যমন্ত্রীকে। এবার মমতাকে দুবাই এবং স্পেন সফরের অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রক এ বিষয়ে সবুজ সংকেত দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্পেনে যেতে পারেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও। বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদনও করতে দেখা গেছে তাঁকে।

# ব্যক্তির গলার নলি কেটে খুন রাজারহাটের নারায়ণপুরে, রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের

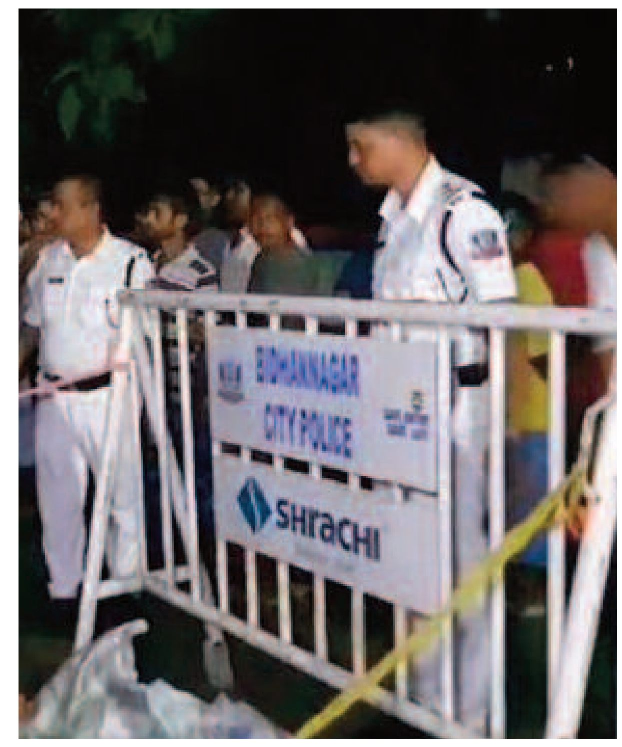


**নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট:** শুক্রবার রাজারহাটে গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। রাজারহাট নারায়ণপুরে রায়গাছি শিখের বাগান এলাকায় ভরসন্ধেয় ঘটে এই ঘটনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নারায়ণপুর থানার পুলিশ। উত্তেজিত স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধেয় নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় শিখের বাগান এলাকায় বাইকে করে এসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে হারু নাল রশিদ নামে এক ব্যক্তির গলার নলি কেটে চম্পট দেয়। তড়িঘড়ি এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজিত জনতা পথে নেমে আসে।

দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তোলেন স্থানীয়রা। মৃতের আত্মীয়ের দাবি, হারু বাবু এলাকায় জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে তাঁকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। তাঁকে এর আগে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। মৃতের আত্মীয়ের আরও অভিযোগ, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। তবে কোন দলের যোগ রয়েছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে চাননি। ঘটনাস্থলে বিধাননগর কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পৌঁছন। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার কাজ চালাচ্ছেন তাঁরা।

# চাকরি প্রার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকার আশ্বাস মিলল শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর তরফ থেকে। শুক্রবার বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'আইনি প্রক্রিয়ার জট ছাড়ার মুখে। চাকরিপ্রার্থীদের পাশে সরকার রয়েছে।' এদিকে দীর্ঘদিন ধরে চলছে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন। এখনও রাজপথে ওঁরা। এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে পাশে নিয়ে পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল বৃহস্পতিবারই সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্র না পেলে প্যানেল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তবে খুব তাড়াতাড়িই এই জটিলতা কেটে যাবে বলে আশা প্রকাশও করতে দেখা যায় তাঁকে। এরপর শুক্রবার বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী যে কথা বলেন তাতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির বক্তব্যে সমর্থন জানাতেই দেখা যায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও।

এদিকে যতক্ষণ না কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসে কতটা চিঁড়ে ভিজল তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ৯০০ দিন ধরে গান্ধি মূর্তি পাদদেশে বসে রয়েছেন তাঁরা। সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের তরফ থেকে এও জানানো হয়, '২০১৬ এসএলএসটি উত্তীর্ণ নাইন থেকে টুয়েলভ যোগ্য পাশ করা মেধাতালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা বহু বছর ধরে শুনে আসছি, চাকরিটা পাব। কিন্তু আমরা বঞ্চিত। আইনি জটিলতা কাটলেই আমরা নাকি চাকরি পাব। এটা বছরের পর বছর চলছে।' এরপরই একই সঙ্গে তাঁদের প্রশ্ন, 'এভাবে আর কতদিন? ২০১৬-২০২৩ সাল হয়ে গেল। এখনও কি আমাদের ওপর কোনও দয়া হচ্ছে না?'

আরেক চাকরিপ্রার্থী বলেন, 'আমাদের আন্দোলনে কেন নামতে হল? এটাই তো বড় কথা। আমরা হকের চাকরিটা চাইছি। ২০১৯ সালে বলেছেন দেবেন, ২০২২, ২০২৩ সাল এতদিন ধরে চলছে। আমরা তো ঘর পোড়া গরু। আমাদের শুধু আশ্বাসে আর কিছুই হচ্ছে না। আমরা এবার হাতেনাতে ফলটা চাইছি।' অর্থাৎ, এর থেকে স্পষ্ট যে পর্ষদ সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসে যে খুব একটা বেশি আশ্বস্ত হতে পারছেন না চাকরিপ্রার্থীরা।

# এলাকা দখল ঘিরে দুই দুষ্কৃতী দলের সংঘর্ষে তপ্ত টিটাগড়ের ডোমপট্টি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** এলাকা দখল ঘিরে দুই দুষ্কৃতী দলের সংঘর্ষে তপ্ত হয়ে উঠল টিটাগড় পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডোমপট্টি এলাকা। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। দু'পক্ষের সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ডোমপট্টি এলাকায়। ঘটনাস্থলে খড়দা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। এদিকে শুক্রবার একগোষ্ঠী অপরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে খড়দা থানায় এবং পুলিশ কমিশনারেট কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হয়েছিলেন। ঘটনায় জড়িতদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সূত্র বলছে, কিছুদিন আগে দু'দল দুষ্কৃতীর মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছিল। বৃহস্পতিবার রাতে দু'পক্ষের বিবাদ ফের চরমে পৌঁছয়। সূত্র বলছে, এলাকা দখল নিয়ে অর্জুন বাসফোর গোষ্ঠীর সঙ্গে কালু-রামু গোষ্ঠীর কাজিয়া তুঙ্গে। সম্প্রতি অর্জুন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

# ২১ রাজ্যে ১৪৪ কোটি টাকার সংখ্যালঘু স্কলারশিপ কেলেঙ্কারি, এফআইআর সিবিআই-এর

**১৪৪ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে দুর্নীতি দমন আইন ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রতারণার ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, ২১টি রাজ্যে সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ নিয়ে গরমিলের তথ্য হাতে এসেছে সংখ্যালঘু মন্ত্রকের।**

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সংখ্যালঘু স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির অভিযোগে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। সূত্রের খবর, ১৪৪ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে দুর্নীতি দমন আইন ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রতারণার ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, ২১টি রাজ্যে সংখ্যালঘুদের স্কলারশিপ নিয়ে গরমিলের তথ্য হাতে এসেছে সংখ্যালঘু মন্ত্রকের। তার ভিত্তিতে গত ১০ জুলাই সিবিআই-এর কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়, ২১টি রাজ্যে ১৫৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৩০টি ভুয়ো প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মিলেছে। ওই ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল এই পাঁচ বছরের মধ্যে সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের স্কলারশিপের নামে এই মন্ত্রককে ১৪৪ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠছে।

সম্প্রতি ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে ১৫০০ বেশি সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা হয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকের তরফে। সেখানেই ধরা পড়ে ৮৩০টি ভুয়ো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যারা ভুয়ো ভাবে সংখ্যালঘু স্কলারশিপের আবেদন জানায়। সেখান থেকেই দুর্নীতির বীজ রোপিত হয়। কেবল সংখ্যালঘু মন্ত্রকই নয়, এই রাজ্যেও এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনটি আলাদা অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

এর পাশাপাশি এ তথ্যও মিলেছে যে, ২১টি রাজ্যের যে তালিকা সংখ্যালঘু মন্ত্রকের তরফে তৈরি করা হয়েছে, তাতে প্রথমেই রয়েছে অসম। সেখানে ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা রয়েছে ২২৫টি। তারপর কর্ণাটক, সেখানে ১৬২টি, উত্তরপ্রদেশে ১৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। বাংলায় এরকম ১৪টি ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এফআইআর দায়ের করে এবার সেই গরমিলের তদন্তে নামল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

# শ্যামনগর এক্সাইড কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন: অর্জুন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** প্রতি দু'বছর অন্তর শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন হত অতি প্রাচীন শ্যামনগর এক্সাইড ব্যাটারি কারখানায়। কিন্তু গত আট বছর ধরে এখানে ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে না। এবার শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ তথা শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। ২০ শতাংশ পুজোর বোনাস, অস্থায়ী শ্রমিকদের মাসে ২৬ দিন কাজ, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ-সহ পাঁচ দফা দাবিতে শুক্রবার তৃণমূল সমর্থিত শ্যামনগর এক্সাইড পার্মানেন্ট মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের তরফে গেটে সভার আয়োজন করেছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবি জানিয়ে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। সাংসদের দাবি, এবার এখানে নির্বাচন হবে শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের। তাই ভেদাভেদ ভুলে শ্রমিকদের স্বার্থে সমস্ত ইউনিয়নকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান করলেন শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং। সাংসদের ক্ষোভ, এখানকার মিত্র ম্যানেজার নিজের জন্য রোজগার বাড়ানোর জন্য দুর্নীতি করে চলেছেন। ব্যারাকপুরে প্রাসাদ-সম বাড়ি বানিয়েছেন। অথচ এখানকার শ্রমিকদের ওনি গলা কাটছেন। এক্সাইড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এদিন সুর চড়িয়ে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, লোহা প্রেমীরা স্ক্র্যাপের সঙ্গে ভালো ভালো মেশিনও বেঁচে দিচ্ছেন। বেড়ে যাওয়া কর্তৃপক্ষের লোহা প্রেম এবার বন্ধ করতে হবে। শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং এদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে শকুনদের বিরুদ্ধে সবাই একজোট হন। নইলে হিন্দুস্থান লিভার, নিক্ক, এনপিটি, রামস্বরূপ কারখানা যেমন শকুনেরা শেষ করে দিয়েছে। কোনওদিন দেখবেন এই কারখানাও শেষ হয়ে গিয়েছে। এদিনের গেট সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, কাউন্সিলর সোমনাথ তালুকদার, সত্যেন রায় ও প্রবীর বৈদ্য, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, শ্যামল তলাপাত্র, দীপক সাউ, রাজু শ্রীবাস্তব, গৌতম সরকার-সহ মজদুর মোর্চা ইউনিয়নের নেতারা।

# মুর্শিদাবাদ গোথা স্কুল মামলা: সিআইডি-র প্রাথমিক তদন্তে সন্তুষ্ট আদালত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সিআইডির প্রাথমিক তদন্তে সন্তুষ্ট আদালত। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের গোথা স্কুল মামলায় একটি শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু জানান, এবার ঠিক পথে তদন্ত এগোচ্ছে। সঙ্গে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বলেন, 'মনে হচ্ছে সিবিআই-এর আগে সিআইডি নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারবে।' এদিনের শুনানিতে বিচারপতি সিআইডি-র আইনজীবীর কাছে জানতে চান, নথি জালিয়াতি করে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের চিহ্নিত করা গিয়েছে কি না তা নিয়ে। উত্তরে সিআইডি-র আইনজীবী বিচারপতিকে সদর্থক উত্তর-ই দেন। তখন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, তাঁদের ডাকা হয়েছে কি না তা নিয়ে। সিআইডি-র আইনজীবী উত্তরে জানান, 'না, আমরা এখন নথি পরীক্ষা করে দেখছি।' এরপরই বিচারপতির নির্দেশ, 'জেলা স্কুল পরিদর্শকদের বলুন এই শিক্ষকদের ওপর নজর রাখতে।'

প্রসঙ্গত, বাবার স্কুলেই নথি জালিয়াতি করে চাকরি পান অনিমেষ তিওয়ারি। তিনি মুর্শিদাবাদের সুতির গোথা এ আর রহমন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অভিযোগ, নথি জাল করে স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন অনিমেষ। বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এরপর তদন্ত করতে একাধিকবার ওই স্কুলে যান সিআইডি আধিকারিকরা। স্কুলের নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তাঁরা। উল্লেখ্য, অনিমেষের বাবা আবার ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক। অভিযোগ ওঠে, তিনিই প্রভাব খাটিয়ে ছেলেকে স্কুলে চাকরি করিয়ে দিয়েছেন। সেই মামলায় বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ ছিল, রাজ্যের অধীনস্থ সংস্থাগুলি পরস্পরকে সহযোগিতা করে কাজ করুন। সকলকে সহযোগিতা করতে হবে।' সিটকে যাতে সাহায্য করে, তার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেন তিনি। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি হবে।

# কুণালের বিদেশ যাত্রায় অনুমতি নিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জির মান্যতা দিল না হাইকোর্ট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কুণাল ঘোষ সারদা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। জামিনে ছাড়া পেলেও বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী হয়ে স্পেনে যাওয়ার আবেদন নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় তাঁকে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি হলেও অনুমতি দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত। সিবিআই বিষয়টা বিবেচনা করার জন্য সময় চেয়ে নেয় আদালতের কাছে। এদিকে এই মামলার শুনানিতে দেরি করতে রাজি নন কুণাল। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। তবে সেই আর্জি মানতে নারাজ হাইকোর্ট।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি উঠেছিল বৃহস্পতিবার। কুণাল ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রী বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যখন স্পেনে যাবেন, তখন তিনিও যেতে চান সঙ্গে। জামিনের শর্ত মেনেই আদালতের অনুমতি নিতে যান তিনি। কিন্তু কুণালের বিদেশ যাত্রায় আপত্তি জানায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। এদিকে সিবিআইয়ের কাছে আদালত জানতে চায় কেন এই আপত্তি তা নিয়েও। এরপরই আদালতের কাছে সময় চেয়ে নেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই প্রসঙ্গেই আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্যও করা হয়।

এদিকে কুণালের দাবি শুনানি এগিয়ে আনা হোক। নাহলে দেরি হয়ে যাবে। শুক্রবার মামলাটি উঠলে কুণাল ঘোষের আইনজীবী জানান ৫ সেপ্টেম্বরের শুনানি হলে ভালো হয়, নাহলে ভিসা পেতে সমস্যা হবে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, 'এটা কোনও জীবন সংকটের বিষয় নয়।'

৫ সেপ্টেম্বরেই শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং কুণাল ঘোষের বিদেশ যাত্রা নিয়ে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ এখনও থেকেই যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মামলাটি উঠলে বিচারপতি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন একজন অভিযুক্তকেই মুখ্যমন্ত্রীর টিমে রাখা হল তা নিয়েও। সঙ্গে বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, আর কি কেউ ছিলেন না? পরে অবশ্য বিচারপতি সিবিআই-এর কাছে জানতে চান, ৪-৫ দিনের জন্য যেতে দিতে অসুবিধা কোথায়। এরপরই সময় চেয়ে নেয় সিবিআই।

# প্রতারণা চক্রের কিং-পিন কুণাল গুপ্তার ১৫০ কোটি টাকার হদিস ইডি-র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কল সেন্টার প্রতারণা চক্রের কিং-পিন কুণাল গুপ্তার ১৫০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিস পেল ইডি। বৃহস্পতিবার কুণালের অফিস, সংস্থার প্রাক্তন কর্মীদের বাড়ি-সহ ১০ জায়গায় গভীর রাত পর্যন্ত তল্লাশি চালায় ইডি। সেই তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নথি থেকেই এই সম্পত্তির হদিস মিলেছে বলে জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে দুবাই-সহ একাধিক দেশে মিলেছে বাড়ির হদিস। স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে বহু সম্পত্তির নথি উদ্ধার হয়েছে। এই সূত্র ধরেই ইডি-র অনুমান প্রতারণার টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।

তদন্তকারীদের হাতে এ তথ্যও এসেছে যে, দীর্ঘদিন ধরেই দুবাইতে থাকতেন কুণাল। তাঁর নামে এর আগে লুক আউট সার্কুলারও জারি করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কুণালের বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন আগে কুণাল নিজেই এসে হাজির হয়েছিলেন ইডি দপ্তরে। আদালতের একটি রায়ের কপি দেখিয়ে তিনি বলেন, তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে কোর্ট। সে সময়ে কুণালকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি ইডি।

প্রসঙ্গত, প্রথমে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা ভুয়ো কলসেন্টার চক্রের পর্দাফাঁস করে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের বেঙ্গল ইন্টেলিজেন্স পার্কের ১৩ তলায় বিনীত টেকনোলজিস্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে এক কলসেন্টারের হদিস মেলে। সেখানেই হানা দিয়ে প্রতারণা চক্রের হদিস পান তদন্তকারীরা। এরপর সল্টলেকে একের পর একে ভুয়ো কলসেন্টারে তল্লাশি চালাতে থাকেন তদন্তকারীরা। এই কল সেন্টারগুলো মূলত বিদেশি নাগরিকদের ফোন করা হত টেক সাপোর্ট দেওয়ার নাম করে। এরপর তাঁদের ব্যাংক ডিটেইল নিয়ে চলত প্রতারণা।

কিন্তু এই চক্রের কিংপিন কুণাল গুপ্তা দীর্ঘদিন ধরেই পালিয়ে বেরাচ্ছিলেন বলেই খবর। গত শুক্রবার একটি নতুন মামলায় কুণাল গুপ্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ইডি।

সূত্রের খবর, কুণাল গুপ্তা তখন ইডি আধিকারিকদের জানান, তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে হাজিরা দিতে হবে। এই বাহানা করে তিনি ইডি-র হাজিরা এড়াতে চাইলেও কলকাতা হাইকোর্টের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, তাঁকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তাঁকে ইডি দপ্তরেই হাজিরা দিতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে তিনি ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন। এরপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি।

## সম্পাদকীয়

# করোনার পরের দু'তিন বছরে স্কুলশিক্ষার যথেষ্ট অবনতি হয়ে গিয়েছে

যে সমাজে শিক্ষার হার যত বেশি সেই সমাজের সামনে ভালো এবং উচ্চ শিক্ষার দ্বার তত বেশি উন্মুক্ত। খেয়াল করার বিষয় এই যে, শিক্ষার সার্বিক উচ্চ হারের ভিতরে মহিলাদের এগিয়ে যাওয়ারও স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে। তাই একটি উন্নয়কামী দেশ ১০০ শতাংশ সাক্ষরই হয়ে উঠতে চায়। স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশক পেরিয়েও ভারত সেই যোগ্যতা অর্জনের থেকে অনেক যোজন পিছনে পড়ে রয়েছে। সফল চন্দ্রাভিযান আমাদের এক গর্বিত করেছে অবশ্যই। কিন্তু এমন অভাবনীয় কর্মকাণ্ড তখনই সার্থক হতে পারে, যখন দেশের প্রতিটি মানুষ তার মর্ম উপলব্ধি করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। তার জন্য দরকার সকলের অন্তত বুনিয়াদি শিক্ষা। সেই প্রশ্নে দেশবাসীকে হতাশই করেছেন আধুনিক ভারতের নির্মাতাগণ। ১৪০ কোটি দেশবাসীর অর্ধেকের বেশি গরিব। শিক্ষার জন্য তারা সরকারি ব্যবস্থার উপরেই নির্ভরশীল। দুর্ভাগ্য যে, ভারতজুড়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা তর্কাতীতভাবেই বেহাল। এই অত্যাবশ্যক পরিকাঠামোর কঙ্কালসার চেহারাটি প্রকট করে দিয়েছে সাম্প্রতিক অতীতের করোনা মহামারী। মহামারী বিদায় নেওয়ার পর আরও দেখা গিয়েছে, মধ্যবর্তী দু-তিন বছরে স্কুলশিক্ষার যে অবনতি ঘটে গিয়েছে, তার মেরামত এক দশকেও অসম্ভব। তাই স্কুলশিক্ষাকে অন্তত আগের জায়গায় এখনই ফেরাবার আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে। তার জন্য চাই পরিকাঠামোগত সংস্কার। যেমন;পুরনো স্কুলবাড়ি মেরামত এবং নতুন ভবন নির্মাণ; পড়ুয়ার অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ; বইখাতা, ব্যাগ, পোশাক, স্বাস্থ্যকর মিড ডে মিল সরবরাহ প্রভৃতি। এছাড়া কন্যাশ্রী, অন্যান্য সরকারি ছাত্রবৃত্তি ও সবুজসাথীর মতো প্রকল্প যেখানে চালু আছে সেসবও চালিয়ে যাওয়া। স্কুলগুলিকে যদি এইভাবে আনন্দপাঠের জায়গা করে তোলা না-যায়, তবে স্কুলছুট, শিশুশ্রমিক, বাল্যবিবাহ, নিষিদ্ধ নেশা এবং মানবপাচারের মতো ক্রনিক সমস্যাগুলি দূর হবে না, উল্টে বাড়তেও পারে। এই প্রশ্নে জয় ছিনিয়ে আনতে পারে একমাত্র সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা;যার কাছে সব মানুষের উন্নয়নই পাখির চোখ; যে রাজনীতি ভোটকেই মুখ্য ও মোক্ষ মনে করে না; যে রাজনীতির কাছে ধর্ম জাতপাত ভাষা প্রদেশ কেন্দ্র রাজ্য প্রভৃতি গৌণ। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চাহিদা যখন এই, তখনই সামনে এল;পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় সহস্রাধিক স্কুলের অত্যন্ত বেহাল দশা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এবং তার লাগোয়া অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ। ওই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত উম-পুন, যশসহ প্রায় প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়েই জীবন ও সহায়-সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওই বন্ধনীতেই জায়গা করে নিয়েছে সেখানকার বহু স্কুলও। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষাবিভাগ থেকে সম্প্রতি রাজ্য শিক্ষাদপ্তরকে জানানো হয়েছে যে, উপর্যুপরি ঝড়ে প্রাইমারি ও হাই মিলিয়ে সেখানকার এগারোশোর বেশি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্তত চারশো স্কুল জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা দরকার। কারণ সেসব স্কুলে পঠনপাঠনের পরিবেশ চৌপাট হয়ে গিয়েছে! এজন্য ১৫-১৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। একইভাবে খোঁজ নিতে হবে অন্য জেলাগুলিরও স্কুলশিক্ষা পরিকাঠামোর হালহকিকত। কাজগুলি যাতে অগ্রাধিকারসহকারে হতে পারে নবান্নের তা দেখা কর্তব্য। সামনেই বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসব। শিক্ষাঙ্গনগুলিতেও যাতে সেই আনন্দ-আলোক দ্রুত পৌঁছয় সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

## জন্মদিন

## আজকের দিন

স্বরূপানন্দ সরস্বতী

১৯২৪ *বিশিষ্ট ধর্মগুরু স্বরূপানন্দ সরস্বতীর জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সোনমের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইশান্ত শর্মার জন্মদিন।*

# ডেঙ্গুর ভয়ে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন পানিহাটিতে

**ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত**

রাজ্যে ডেঙ্গিতে মৃত্যু অব্যাহত। শুধু চলতি মাসেই রাজ্যে ডেঙ্গিতে ন'জনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এলো। এমন সব খবরে যখন তটস্থ শহর কলকাতা, ঠিক এভাবেই আজ থেকে দেড়শ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের পরিবার ডেঙ্গুর ভয়ে তটস্থ হয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। কী, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? ঘটনাটি কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। ১৮৭২ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১২ বছর। রবীন্দ্রনাথ তখন বেঙ্গল একাডেমী স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপে সেই প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনোয় ছেদ পড়ে।

ডেঙ্গুজ্বর সেই বছরে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিভীষিকার মতো দেখা দিয়েছিল। ন্যাশনাল পেপার এ-সম্পর্কে লিখেছে 'The Dengu is now in violent rage in Calcutta– sparing neither age– sex– nor rank. The fever is rife in European quarter too. In the Native quarter there is not one single householder we believe within whose threshold the Dengu has not made its appearance and made one or more of the inmates thereof victims of the disease. The disease is terrible indeed.' প্রচণ্ড জ্বর, গায়ে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ-যুক্ত এই ব্যাধি মাত্র তিন-চার দিনে রোগীকে এমন দুর্বল করে দেয় যে তার পরেও বেশ কিছুদিন তাকে প্রায় পঙ্গুজীবন যাপন করতে হয়, সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণে রোগটিকে এইভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সোমপ্রকাশ পত্রিকার কর্মচারীরা ডেঙ্গুজ্বরে পীড়িত হওয়ায় কয়েকটি সংখ্যা হ্রস্ব-আকারে প্রকাশিত হয়। ন্যাশনাল পেপার লেখে, এই ব্যাধির প্রকোপে বহু স্কুল-কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকের উপস্থিতি এত কমে যায় যে প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি ঘোষণা করে দিতে হয়।

১৮৭২-৭৩-র Bengal Administration Report-এ লেখা হয়েছে 'The very peculiar fever or disease known as dengu commenced to attract notice in Calcutta towards the end of 1871 and was rife in 1872. It prevailed during the cold weather and increased rapidly as the hot weather advanced. It continued to rage epidemically during the hot weather and rains– and few escaped its attack. 'The epidemic subsided towards the close of the rains.' বস্তুত ন্যাশনাল পেপার-এ এই সম্পর্কে প্রথম সংবাদ দেখা যায় পূর্ববর্তী বৎসরের ১৯ Jul সংখ্যায়, যেখানে বলা হয়েছে প্রায় ৫০০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে, অর্থাৎ ১২৭৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকেই এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা গিয়েছে।

১২৭৯-র গ্রীষ্মে যখন এই রোগের সংক্রমণ সর্বব্যাপী হতে শুরু করেছে, তখন কলকাতার সম্পন্ন পরিবারগুলির অনেকেই কিছু দূরে গঙ্গা-তীরবর্তী বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমার তাহার মধ্যে ছিলাম।' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪-মে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'বাহিরে যাত্রা';বাংলাদেশের পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনে বহিঃ-প্রকৃতি নানাভাবে ক্রিয়া করেছে। কিন্তু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাত্রায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্য নানাভাবেই সংকুচিত ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। ডেঙ্গুজ্বরের কল্যাণে সেই প্রকৃতি তার অবারিত সৌন্দর্য নিয়ে রবীন্দ্রজীবনে প্রথম আবির্ভূত হল, পেনেটি বা পানিহাটিতে অবস্থানের মূল্য এইজন্য সর্বাধিক।

পানিহাটির বাগানে যাওয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের 'বাহিরে যাত্রা' বিশেষ কারণে শুরু হলেও, সেখানেই শেষ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ একনাগাড়ে মোট ৪৮ দিন পানিহাটির বাগান বাড়িতে ছিলেন। জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ যে বাগানকে 'ছাতুবাবুর গুআশুতোষ দেবঞ্চ বাগান' বলে উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালে এক প্রবন্ধে তাকেই অভিহিত করেছেন 'লালাবাবুদের বাগান' বলে। সরলা দেবী চৌধুরানী লিখেছেন, 'গঙ্গাধারের সে বাগানবাড়ি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সম্পত্তি।'

ঠাকুর পরিবার কতদিন পেনেটির বাগানবাড়িতে বসবাস করেছিলেন? এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী লিখেছেন 'ছমাস বয়সে খুব ঘটা করে আমার অন্নপ্রাশন হল পেনেটির (পানিহাটির) বাগান বাড়িতে', তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয়, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরলা দেবীর জন্ম হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ২৫ ভাদ্র [সোম 9 Sep 1872] তারিখে। সুতরাং তাঁর হিসাব অনুযায়ী গুভারতীয় হিসাব-পদ্ধতিতে জন্মমাসকেও এক মাস ধরা হয়ঞ্চ অন্নপ্রাশন হয় মাঘ মাসে। এই মাসেই রবীন্দ্রনাথদের উপনয়ন হয়। তার আয়োজন অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তাছাড়া আগের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বর্ষার শেষাশেষি কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ অনেক কমে আসে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।' নদীর প্রতি যে আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ব্যাপ্ত করে আছে, এখানেই তার সূত্রপাত। চাকরদের ঘরের সামনে গুটিকতক পেয়ারাগাছ, তারই ছায়ায় ঘেরা বারান্দায় বসে গঙ্গার ধারার দিকে চেয়ে তাঁর সমস্ত দিন কাটত। 'প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।' পাছে সেই দৃষ্টিভোগের উৎসবে একটি পদ বাদ পড়ে যায় সেই আশঙ্কায় মুখ ধুয়েই বাইরে এসে চৌকি নিয়ে বসতেন। সেখান থেকে অতৃপ্ত নয়নে দেখতেন গঙ্গার জোয়ারভাঁটা, নানারকম নৌকার আসাযাওয়া, অপরপারে কোন্নগরে 'শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন'। কোনো-কোনো দিন সকাল থেকে মেঘ করে আসে, সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হয়ে যায়, বালকের মনের আনন্দ ভিজে হাওয়ারই মতো প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যা-খুশি তাই করে বেড়ায়। তিনি লিখেছেন 'কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।'

বাড়ির এক অংশে বড়ো বড়ো ফলগাছের ছায়ায় ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটি খিড়কির পুকুরও তাঁর মনকে মুগ্ধ করত। সামনের গঙ্গার উদার প্রবাহের তুলনায় তাকে ঘরের বধূর মতো লজ্জাশীলা অন্তরালপ্রিয় মনে হত। তবু অনেক মধ্যাহ্নে পুকুরের ঘাটে জামরুলতলায় একলা বসে জলের গভীরে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

জন্মাবধি কলকাতার ইঁট-কাঠের বন্ধনে বাস করে এবং কিছুটা হয়তো গল্পে-উপন্যাসে গ্রামজীবনের সহজ-সরল জীবনযাত্রার কথা পড়ে বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করে দেখবার জন্যে তাঁর মনে ঔৎসুক্য জমা হয়েছিল। বাগানের পিছনেই সেই পাড়াগাঁ;কিন্তু সেখানে যাওয়া নিষেধ। একদিন কৌতূহলের তাড়নায় দুই অভিভাবকের পিছু পিছু তাঁদের অগোচরে কিছুদূর গিয়েছিলেন। 'গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড় আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম।' কিন্তু অভিভাবকেরা তাঁর এই আগমন টের পেতেই অগ্রগমন স্তব্ধ হয়ে গেল। ভদ্ -আচ্ছাদনের অভাব তাঁদের চক্ষে পীড়াদায়ক ঠেকেছিল 'পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই;ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।' রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি অবশ্য আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁদের জন্য মোজা ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদের কী ধরনের আয়োজন ছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। সুতরাং মনে হয় ব্যাপারটি ছিল অন্যরকম। সম্ভবত অভিভাবকদের পল্লীর দিকে বেড়াতে যেতে দেখেই অতি আগ্রহ-বশত ঘরে-পরার সাধারণ যে পোশাক তাঁর গায়ে ছিল তাই পরেই বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। অভিভাবকদের আভিজাত্যবোধ সেইজন্যই পীড়িত হয়েছিল এবং এই ত্রুটির ফলে আর-কোনোদিন বাইরে যাওয়ার সাহসই রবীন্দ্রনাথের হয়নি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ কলকাতার বাইরে গিয়েও তিনি লাভ করেননি, তাই লিখেছেন 'কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল।' কিন্তু এই খোলা আকাশের স্বাধীনতা তিনি মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করে নিয়েছেন। পিছনে বাধা ছিল বটে, কিন্তু সম্মুখের গঙ্গা সমস্ত বন্ধন হরণ করে নিয়েছিল। পালতোলা নৌকোয় তাঁর মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হয়ে এমন সব দেশে যাত্রা করত, ভূগোলে যার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ কমলে তাঁরা আবার জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।' কিন্তু আমরা জানি, হাঁ-করা মুখবিবরটি বেঙ্গল অ্যাকাডেমির, নর্মাল স্কুল-পর্ব এর অনেক আগেই তিনি সমাপ্ত করে এসেছেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ পানিহাটিতে তিনবার পা দিয়েছিলেন, ১৯১৯, ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে। কিন্তু জীবনের প্রথম বাহির হওয়া কবিকে আজীবন মুগ্ধ করেছিল বলেই, তাঁর কবিতায়, চিঠিতে এবং প্রবন্ধে পানিহাটির বর্ণনা আছে।

আমরা কবির 'পুনর্মিলন' কবিতাটিতে পানিহাটির বাগানবাড়ির ছবি খুঁজে পাবো। কবিতাটি প্রভাত সঙ্গীত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এবং বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে।

আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলে ফুলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।

আবার দেখতে পাচ্ছি ১৮৯৬ সালের ২৭ জুন শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাদেবীকে যে পত্র লিখছেন তাতে পেনেটীর বাগানের উল্লেখ - আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট করে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সবশেষের ঘরে আমাদের ইস্কুলঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম...

ফের লক্ষ্য করছি, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বালি-যবদ্বীপ যাত্রার প্রাক্কালে অভিনন্দনের জবাবে কবি 'বৃহৎ ভারত' প্রবন্ধে লিখেছেন - 'যখন বালক ছিলুম ঘরের কোণের বাতায়নে বসে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনও মূর্তি দেখি নি যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা সুগভীর ও সুদূর বিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারতবর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গভীর আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে'।... আবার ১৩৪০-এ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে কবি পুনরায় উল্লেখ করেছেন - এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তুক পায়ে শিকল।

১৯৩৩ সালে ৭২ বছরে পদার্পন করেন। বারো বছর বয়েসের পানিহাটির বাগান কিন্তু তখনও তাঁর মানসকল্পনায় সমুজ্জল। ১৩২৯-এ বিশ্বভারতী প্রবন্ধে কবি পানিহাটির প্রসঙ্গে বলেছেন - 'তারপর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না,,,, ইটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানশি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এইসকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই যে বিশজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্ঘামটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়।খযে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার'।...

১৯১৯ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বাগানবাড়িতে ঢুকেছিলেন, কয়েক মিনিটের জন্য। এই ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অপ্রকাশিত একটি রচনায়। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন 22 May 1919 [৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬] তারিখে, ভ্রমণটি হয় তারই কয়েকদিন পরে। প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন

...একটা বড়ো চেয়ারে হেলান দিয়ে মাঝে মাঝে ছেলেবেলার কথা বলেন। পেনেটির বাগানের গল্প। গঙ্গার ধারে সেই বাড়ি। পুকুর ঘাট। বল্লেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো? সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকি। আমি খোঁজ করে জানলুম, যে, সে বাগান-বাড়ি বনোয়ারি [লাল চৌধুরী] বাবুর এক সরিকদের হাতে। বনোয়ারিবাবু উৎসাহ করে ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। বাড়ির মালিকরা বলে পাঠালেন, কবির যতোদিন ইচ্ছা ওখানে গিয়ে যেন থাকেন। একদিন গিয়ে দেখে আসবেন। যদি ভালো লাগে বেশিদিন থাকবার মতো ব্যবস্থা করা হবে।

...দু'একদিনের মধ্যে বিকালে কবিকে পেনেটির বাগানে নিয়ে গেলুম। কবির সঙ্গে শুধু আমি একা। বাড়ির মালিকদের বলে দেওয়া হয়েছিল, যে, কবি একা যেতে চান। মালিদের খবর দেওয়া হয়েছিল। তারা দরজা খুলে দিলে। দোতলা বাড়ি। এখন বাগান বেশি কিছু নেই। কতকগুলি পুরানো গাছ। কবি একবার চারদিক দেখলেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন। সেখান থেকে পুকুরের দিকটা গেলেন;এখনো একটা পুরানো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে দোতলায়। এঘর ওঘর একটু দেখলেন। ...নীচে নেমে এসে আরেকবার পুকুরের দিকটা দেখলেন। তার পরে আমাকে বললেন এবার চলো। কিছু নেই। সেই পেনেটির বাগানে আর ফেরা যায় না। জোড়াসাঁকোয় ফিরে এলুম'।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালে যখন পেনেটির বাগানবাড়িতে আসেন, তখন বাড়িটি ট্রাস্টিবোর্ডের অধীনে এটি একটি দুঃস্থ মেয়েদের হোম , গোবিন্দ হোম। সঙ্গে ছিলেন কবির ভাগ্নী সরলাদেবী চৌধুরানী এবং কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী সুরেশ চন্দ্র বসু। সরলা দেবী বলেছেন - ছমাস বয়সে খুব ঘটা করে আমার অন্নপ্রাশন হল পেনেটির (পানিহাটির) বাগানবাড়িতে। গঙ্গাধারের সে বাগানবাড়ি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সম্পত্তি। সেবার যোড়াসাঁকোর বাড়িশুদ্ধ সকলের সেটা গ্রীষ্মনিবাস হয়। সে বাড়ির বতর্মান স্বত্বাধিকারী মৈমনসিং সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়। তিনি ওটি একটি ট্রাস্টের হাতে সমর্পণ করে ওখানে নিজের মাতার নামে অগোবিন্দমোহিনী ভবনদ বলে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে তার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে মাতুল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি এখানে আসি। নিজের স্মৃতিবহির্ভূত অন্নপ্রাশনের অর্ধশতাব্দীরও পরে এই প্রথম আমি জ্ঞানগোচরে আবার এ বাগানে এলুম। কি চমৎকার গঙ্গাধারের বাড়িখানি! কি সুন্দর ঘাট! ঘাটের উপরেই নহবৎখানা। কল্পনায় ছমাসের শিশু আমার লালচেলি পরা কপালে চন্দন মাখা চেহারা চোখে জাগল, কল্পনায় সেদিনকার সানাইয়ের বাঁশীর রব কানে শুনতে পেলাম। কিন্তু মাতুল রবীন্দ্রনাথের কল্পনাগত নয়, স্মৃতিগত ব্যাপার। আজ তাঁর হাত দিয়ে উদ্যোক্তারা যে বাড়ির একপ্রান্তে একটি আবক্ষ রোপণ করালেন সেই মনোরম গঙ্গাধারের বাড়িতে তাঁর একাদশবর্ষীয় নিজের জীবনের বহু স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল। ...সেই বাগানবাড়ির এক একটা ঘরে বা বাগানের এক একটা দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে বালক নিজেকে যত খুঁজে পেতে থাকলেন সেদিনের ছ-মাসের যে শিশু-আত্মীয়া আজ পাকাচুল নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে;তাঁর মনে ভরে ওঠা সেদিনের সব কথার একমাত্র দরদী শ্রোতা সেই হল।

*ঋণ:*
*রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল।*
*জীবনের ঝরাপাতা, সরলাদেবী চৌধুরানী।*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# গোরু ধান খাওয়ায় বচসায় জমির মালিককে কাঁচি দিয়ে খুনের অভিযোগ, আটক অভিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** গোরুতে ধান খাওয়া নিয়ে বচসার জেরে এক ব্যক্তির পেটে কাঁচি চালিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মীর্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমপুর গ্রামে। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। এদিকে এই ঘটনায় গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মীর্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমপুর গ্রামে নিজের গোরু চরাচ্ছিলেন স্থানীয় যুবক গৌতম দিগর। গোরু চরানোর সময় সেগুলি স্থানীয় বিকাশ খাঁর ধানের জমিতে নেমে ধান খেতে শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে গৌতম দিগরকে অভিযোগ জানাতে গেলে গৌতম দিগরের সঙ্গে বচসা বাধে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা বিজলা দিগর নামের এক মহিলার। বচসা চলাকালীন আচমকাই গৌতম ওই মহিলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি দেখে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিজলা দিগরের জামাই বিকাশ খাঁ। অভিযোগ, বিকাশ ঘটনাস্থলে গেলে তাঁর সঙ্গেও গৌতমের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। সেই সময়ই গৌতম সঙ্গে থাকা কাঁচি দিয়ে বিকাশের পেটে একাধিকবার আঘাত করেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বিকাশ খাঁ।

প্রাথমিক ভাবে তাঁকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথমে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হয় বিকাশ খাঁর। বিকাশ খাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ অভিযুক্ত যুবক গৌতম দিগরকে আটক করার পাশাপাশি গ্রামের পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত যুবক কাঁচি দিয়ে আঘাত করার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। এই ঘটনার পিছনে শুধুমাত্র গোরুতে ধান খাওয়ার অভিযোগ রয়েছে নাকি এই ঘটনা পুরনো কোনও শত্রুতার জের, তা খতিয়ে দেখ ছে পুলিশ।

# রাজ্য স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভালো খেলে সিভিকে চাকরি পেলেন সংগীতা

**মহেশ্বর চক্রবর্তী**

**হুগলি:** রীতিমতো ঘোষণা করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বাংলার মেয়েরা যদি ফুটবলে ভালো দক্ষতা তুলে ধরতে পারেন তাহলে তাদের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে চাকরি দেবেন। বিশেষ টুর্নামেন্টের রানার্স ও উইনার্স দলের সদস্যদের এই চাকরি দেওয়া হবে। সেই মতো কথা রাখ লেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনটাই দাবি করলেন সদ্য সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে যোগ দেওয়া এক মহিলা। হুগলি জেলার গোঘাট থানার মাধবপুর এলাকার বাসিন্দা সংগীতা রায় এদিন সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে চাকরিতে যোগ দেন। জানা গেছে, ২০১৮ সালে প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় রাঙামাটি কাপ নামে একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন এই টুর্নামেন্টে যে দল উইনার্স এবং রানার হবে তাদের প্রত্যেককে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেবেন। সেইমতো বেশ কয়েকজনকে আগেই চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজনের ১৮ বছর বয়স না হওয়ায় তাদের সেই সময় সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এই রাঙামাটি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্যের ১৮ বছর হয়ে যাওয়ায় তারা নতুন করে আবেদন জানায়। সেই আবেদনের সাড়া দেয় পুলিশ প্রশাসন। আবেদনের ভিত্তিতে এদিন গোঘাট থানায় সংগীতা রায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজে যোগদান করেন। পুলিশ প্রশাসনের এই কাজকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ। বহু যুবক-যুবতী সংগীতা রায়ের মতো ফুটবলার হয়ে কর্মসংস্থান করতে পারবে, এই ঘটনার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। এই বিষয়ে সংগীতা রায় বলেন, রাঙামাটি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমরা খেলে ছিলাম। সেই সময় চাকরি করার জন্য বয়স হয়নি। এখন বয়স হয়েছে। তাই আবেদন করে চাকরিটা পাই। অপরদিকে সংগীতা রায়ের আত্মীয় নবকুমার ধারা বলেন, ছোটবেলা থেকে সংগীতাকে প্র্যাকটিস করানো হত। ফুটবল খে লার প্রতি তার আগ্রহ ছিল। পরে আরামবাগ বিশালক্ষ্মী মাতা ফুটবল কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দিই। রাঙামাটি কাপে ভালো পারফরম্যান্স করে। চাকরি পেয়েছে ভালো লাগছে। অপরদিকে বিশালক্ষ্মী মাতা কোচিং সেন্টারের সভাপতি তারকনাথ ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ থেকে রাঙামাটি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা অংশ নিয়েছিল। তার মধ্যে হুগলি জেলা রানার্স হয়। এই রানার্স দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন সংগীতা রায়। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাকে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে চাকরি দেয়। তবে চাকরি যেন তার উজ্জ্বল খেলোয়াড় জীবনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সেই আবেদন জানান তারকবাবু।

# বাঁকুড়া শহরে ফের ডেঙ্গুর থাবা, আক্রান্তর খবরে তৎপর পুরসভা

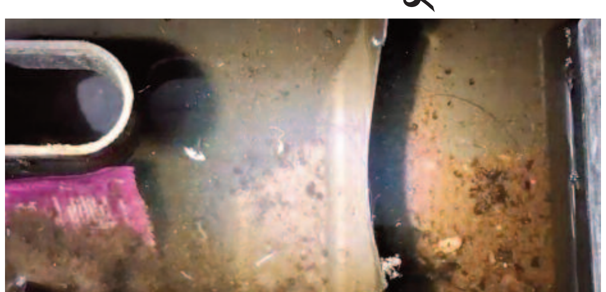

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বাঁকুড়া শহরে ফের থাবা বসাল ডেঙ্গু। একধাক্কায় আক্রান্তের সংখ্যা ছুঁল ৩৩। এর মধ্যে সাত নম্বর ওয়ার্ডেই ৬ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কোমর বেঁধে আসরে নামল বাঁকুড়া পুরসভা ও স্বাস্থ্য দপ্তর।

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়া পুরসভায় ডেঙ্গির হানা নতুন নয়। গত বছর বাঁকুড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি কার্যত মহামারির আকার নিয়েছিল। আক্রান্তের সংখ্যা ছুঁয়েছিল প্রায় তিনশো। এবার বর্ষার শুরুতে ফের ডেঙ্গির প্রকোপ দেখা দেয় ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। কিন্তু গতবছর থেকে শিক্ষা নিয়ে শুরুতেই পদক্ষেপ করে পুরসভা ও স্বাস্থ্য দপ্তর। আর তাতে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, শহরের অন্যত্র একে একে বাড়তে থাকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গতকাল বাঁকুড়া সাত নম্বর ওয়ার্ডে রীতিমতো শিবির করে জ্বরে আক্রান্তদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পুরসভা। জ্বরে আক্রান্ত ১২ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ওই ওয়ার্ডে ৬ জনের শরীরে ডেঙ্গির সংক্রমণের নমুনা পায় পুরসভা।

এরপরই আসরে নামে বাঁকুড়া পুরসভা ও স্বাস্থ্য দপ্তর। যৌথ ভাবে এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সমীক্ষা চালান। বাড়িতে কেউ জ্বরে আক্রান্ত আছে কিনা বা বাড়িতে কোথাও জমা জল রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুরসভার স্বাস্থ্য কর্মীরা। এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো করার পাশাপাশি পুরসভার তরফে ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কারের কাজও শুরু করা হয়েছে। পুরসভার আশা, এই পদক্ষেপের ফলেই ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত রুখে দেওয়া সম্ভব হবে।

# বধূকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের জন্য মডেল হতে গিয়েএক গৃহবধূলাগাতার ধর্ষণের স্বীকার হলেন বলে অিভেযাগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর এলাকার বাসিন্দা ১৯ বছরের ওই বধূর অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।ধৃতদের শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

মহিলার অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে তিনি গত ৭ অগস্ট আউশগ্রামের ভালকি মাচান রির্সটে গিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনের ফটোশুটের জন্য। তাঁর কাজ হয়ে যাওয়ার পর ৫১২০ টাকা পেমেন্ট তাঁকে দেওয়া হয়। তাঁকে আবার ১৭ তারিখ ডেকে পাঠানো হয় ভালকিতে। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু কাজ দেওয়ার নাম করে ডেকে পাঠিয়ে জোর করে তাঁকে ধর্ষণ করে গোপাল মিশ্র ওরফে অরবিন্দ মিশ্র নামে এক যুবক। বিষয়টা জানাজানি করলে তাঁর স্বামীকে খুন করার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই ভয়ে তিনি মুখ

খোলেননি। এরপর আবার ৩১ তারিখ ওই রিসোর্টে তাঁকে কাজের জন্য আসতে বলা হয়। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানে গোপাল মিশ্র ওরফে অরবিন্দ মিশ্র এবং বঙ্কিম ঘোষ ওরফে বণিক ঘোষ তাঁকে ধর্ষণ করেন ।এরপরই তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।

# তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্য সম্পাদক অনুপ করকে মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

## অভিযুক্তদের ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ:** তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্য সম্পাদক অনুপ করকে মারধরের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অমিত কুণ্ডুর দেহরক্ষী হুসেন আলি এবং তার গাড়ির চালক মহাদেব সরকার। ধৃত দু'জনকেই শুক্রবার রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনুপ করের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি অমিত কুণ্ডুর মেয়ে শ্রেয়সী কুণ্ডুর। সামাজিক মতে তাদের বিয়েও হয়। অনুপ করের সঙ্গে মেয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি শিল্পপতি অমিত কুণ্ডু। বুধবার বিকেলে অনুপ করকে দুর্গাপুরের বাড়িতে ডেকে আনেন অমিতবাবু। অনুপবাবু দুর্গাপুরে পৌঁছলে অমিতবাবুর অনুগামীরা তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। অনুপের উপর আক্রমণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তার পরিবারের সদস্য-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। আহত অনুপকে গুরুতর জখম অবস্থায় রায়গঞ্জ গভ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে ওই টিএমসিপি নেতা হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই আক্রমণের ঘটনায় ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ইটাহার থানার পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করার পর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ধৃতদের ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

# আইসিডিএস কেন্দ্রে বিল বকেয়ার অভিযোগ, ৩৬০টি কেন্দ্রে খাবার বন্ধ করলেন কর্মীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ৩৬০টি আইসিডিএস সেন্টারে খাবার বন্ধ করে দিলেন কর্মীরা! তিন মাস ধরে সবজি ও ডিমের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ। শুক্রবার সকাল থেকেই বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের ওই সমস্ত আইসিডিএস কেন্দ্রে খাবার বন্ধ করে দিলেন কর্মীরা। এর ফলে আইসিডিএস সেন্টারের খাবার থেকে বঞ্চিত হল শিশুরা।

আইসিডিএস কর্মীদের দাবি,তাঁরা বকেয়া বিলের দাবি নিয়ে বারবার দ্বারস্থ হয়েছেন ওন্দা ব্লক সিডিপিওর কাছে। তাতেও মোলেনি বকেয়া বিলের টাকা। মাসে মাসে সেই টাকাও দেওয়া হয় ওই দপ্তর থেকে। কিন্তু গত তিন মাস ধরে বাজার থেকে সেই সব জিনিসপত্র কেনা হয়েছে আর সরকারি ভাবেও টাকা দেওয়া হয়নি। তিন মাস ধরে বকেয়া টাকা না পাওয়াতে বাজার থেকে ধার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এর ফলে সেন্টার চালাতে বড় বিপাকে পড়েছেন কর্মীরা। এই সমস্যার কারণে ওন্দা ব্লকের ৩৬০টি আইসিডিএস কেন্দ্রে শিশুদের খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন আইসিডিএস কর্মীরা। শুক্রবার সকাল থেকে ওন্দা ব্লকের সমস্ত আইসিডিএস সেন্টারে খাবার রান্না করলেন না কর্মীরা। কর্মীদের দাবি, বকেয়া টাকা মিলে গেলেই আবার চালু হবে রান্না। এদিকে শুক্রবার সকাল থেকে আইসডি এস সেন্টারে এসে খাবার খেতে পেল না শিশুরা তাই ক্ষোভ জন্মেছে অভিভাবকদের মধ্যেও।

# জলসংকটে বন্ধ হয়ে যেতে পারে প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশঙ্কা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে দাবি। ঘটনাটি আরামবাগের বরুনবেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। জলসঙ্কট এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে দাবি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই প্রাথমিক স্কুলে একটি টিউওয়েল থাকলেও তা থেকে জল পড়ে না। কারণ জলস্তর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের নিত্যদিনের কাজের ব্যাঘাত ঘটছে। মূল সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিনের মিড ডে মিল তৈরি করতে গিয়ে। ভাত, ডাল, তরকারি রান্নার জন্য যথেষ্ট জল প্রয়োজন। কিন্তু স্কুলের টিউবওয়েল থেকে জল না পড়ায় বাইরের টিউবয়েল থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের। খুদে পড়াদের খাওয়া-দাওয়ার পর স্কুলের বাইরে গিয়ে থালা-বাসন ধুতে হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে খ াবারের জল পর্যন্ত বাড়ি থেকে বোতলে করে আনতে হচ্ছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের।

এই বিষয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে স্কুলের টিউবওয়েলে জল পাওয়া যাচ্ছে না, যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এমনকি বাড়ি থেকে জল বেশি করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাথরুমে পর্যন্ত জল

পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছে আরামবাগের এই স্কুলের পড়ুয়ারা।

অন্যদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দাবি, এমনিতেই জল সঙ্কট দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়। টিউওয়েল থাকলেও জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে জল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলত বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ থেকে শুরু করে ছোট ছোট পড়ুয়াদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাঁর দাবি, এই সমস্যার সমাধানে প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগী হোক।

# অবৈধ সার বিক্রি রুখতে কৃষি দপ্তরের মাইকিংয়ে প্রচার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** অবৈধ ভাবে সার বিক্রির ওপর এবার কড়াকড়ি করল কৃষি দপ্তর। শুক্রবার জেলাজুড়ে জোরকদমে চলেছে অভিযানও ও মাইকিং করে প্রচার। এদিন জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকজুড়ে চালানো হল অবৈধ সার বিক্রি করার ওপরে সতর্কতামূলক প্রচার। জানা যায়, সরকার নির্ধারিত সর্বাধিক খুচরা মূল্যের অধিক দামে সার বিক্রি করা ও বিনা লাইসেন্সে তা বিক্রি করা ও বাড়িতে মজুত রাখাও আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যদি কোনও সার বিক্রেতা বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় করে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে এফসিও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও পিওএস মেশিনের মাধ্যমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে সার ক্রয় করতে বলা হয় চাষিদের এবং সেখানেও যদি কোনও রকম অসুবিধার সম্মুখীন হন চাষিরা, তাহলে স্থানীয় সহ কৃষি অধিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই প্রচারের মাধ্যমে এলাকার কৃষকরা সজাগ থাকবেন বলে আশাবাদী বাঘমুণ্ডি কৃষি দপ্তরের কর্তাদের। অন্যদিকে এদিন জেলার রঘুনাথপুর ২ব্লকের কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকেও ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে অবৈধ ভাবে সার বিক্রি রুখতে প্রচার চালানো হয় ।চেলিয়ামা বিসি গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুয়ারে সরকারের শিবিরেও এদিন আগত মানুষজনদের কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সর্তক করা হয়। এদিন ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মুক্তেশ্বর সর্দারকে নিজে বিভিন্ন এলাকায় অভিযানে নামতে দেখা যায়। তিনি বলেন,'এই অভিযান ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার চালানো হবে।'

# অটো রুটে নয়া গাড়ি নামানো নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** নতুন রুটে অটো চালানো নিয়ে তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসার অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক বাইলানি, বিশপুর, রূপমারি এই তিনটে রুটে প্রায় ৫০০ অটো রয়েছে। নতুন করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন ২৫টি অটো নতুন ঢোকানোকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই শ্রমিক ইউনিয়নের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসার অভিযোগে পুরনো তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়নের গোষ্ঠীর সদস্যরা অটো চালানো বন্ধ করে অবরোধ বিক্ষোভ প্রতিবাদে শুরু করেছেন হাসনাবাদ ব্লকের মাইতির মোড়ে।

পুরনো তৃণমূলের অটো ইউনিয়নের সম্পাদক সুকান্ত বৈদ্য বলেন, 'নতুন করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে অটো ২০থেকে ২৫টি চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনিতে এই তিনটে রুটে ঠিকমতো যাত্রী হয় না, তার মধ্যে টোটো ম্যাজিক গাড়ি এমনকী বাস পরিষেবা রয়েছে। তারপরেও নতুন করে অটো ঢোকালে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন পুরনো অটো রুটের চালকরা। কারণ সেখানে ৫০০টি অটো যার সঙ্গে প্রায় আড়াই হাজার পরিবার সদস্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রতিদিনরুজি রোজগার দৈনন্দিন জীবনে সংসার চলে এর ভরসায়। এরই প্রতিবাদে আজকে অটো বন্ধ রেখে রীতিমতো অটোচালকরা বিক্ষোভে নেমেছেন। এই নিয়ে নতুন রুটের অটোচালকরা কোনওভাবেই মুখ খুলতে চাননি। নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্বে যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে।

# পড়ুয়ার অভাবে উঠে যাচ্ছে ৮০০০ স্কুল !

**নিজস্ব প্রতবিদেন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** পড়ুয়ার অভাবে উঠে যেতে বসেছে রাজ্যের আট হাজারের বেশি স্কুল! সেই সব স্কুল ভবনগুলি বিভিন্ন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে বলে খবর। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জেলাগুলির ৮২৩৭ টি স্কুল তুলে দেওয়া হবে বলে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই স্কুলগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্কুলগুলিতে মোটামুটি পরিকাঠামো থাকলেও পড়ুয়ার সংখ ্যা একেবারেই নগণ্য। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ৫০জনেরও কম ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ২০০-র বেশি বিদ্যালয়ে একজনও পড়ুয়া নেই বলে দাবি। এই অবস্থায় ভবনগুলি কাজে লাগাতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলির এই দৈন্যদশার জন্য শিক্ষার অপর্যাপ্ত পরিকাঠাম, দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ এবং পরিকাঠামোগত দিক থেকে বেসরকারি স্কুলগুলির এগিয়ে থাকাকেই দায়ী করেছেন শিক্ষকদেরই একটি অংশ।

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩০ জনেরও কম এরকম স্কুল রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৬০১টি, কলকাতায় ৫৩১টি, পুরুলিয়ায় ৬৯৪টি এবং মাত্র আটটি ব্লক নিয়ে নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলায় রয়েছে ৬০১টি। এছাড়াও উত্তরবঙ্গেও এরকম কয়েকটি জেলা রয়েছে। বীরভূম কোচবিহাব, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরেও কয়েকশো স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩০জনের কম বলে জানা গিয়েছে।

# রেশন ডিলার নিয়ে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা:** দেগঙ্গায় নতুন রেশন ডিলার চাই না পুরনো রেশন ডিলারকে চাই এই দাবিতে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ গ্রাহকদের। ঘটনায় চাঞ্চল্য। দেগঙ্গার খেজুরডাঙা এলাকায় নতুন রেশন শপের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয় জেলা খাদ্য দপ্তর, আবেদন করেন ছ'জন। ডিলারশিপ পায় আসমাতারা খাতুন। গ্রাহকদের দাবি, নতুন ডিলার আসমাতারার বাড়ি তাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে, তার ব্যবহার ভালো না, লক্ষাধিক টাকা ঘুষ দিয়ে ডিলারশিপ পেয়েছে আসমাতরা। গ্রাহকরা অভিযোগ জানিয়েছেন জেলা শাসকের আছে, কোনো সুরাহা না হওয়ায় শুক্রবার কার্তিকপুর -চাঁদপুর রোড আটকে বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু গ্রাহক। অপরদিকে আসমাতারার স্বামীর দাবি সঠিক পথে তিনি ডিলারশিপ পেয়েছেন, উদ্বোধন হবে তার আগে চক্রান্ত করে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নামানো হয়েছে কিছু মানুষদের।

# স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডে প্রাঙ্গণে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** শুক্রবার কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের অফিস প্রাঙ্গণে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি ট্র্যাফিক আনন্দ রায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে 'উৎসর্গ' কর্মসূচির মাধ্যমে এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসি ট্র্যাফিক আনন্দ রায় জানান, গত দু'দিন ধরে কাঁকসা, বুদবুদ, মুচিপাড়া ও দুর্গাপুর ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীদের নিয়ে মোট চারটি দলের ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের খে লা হয় কাঁকসা ও মুচিপাড়া ট্র্যাফিক গার্ডের মধ্যে। যাতে কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ড জয়ী হয়। পাশাপাশি এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। আনন্দ রায় জানান, ৩০ তারিখে পুলিশ ডে পালন করার কথা ছিল। অন্যদিকে, ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের সূচনা হয়েছিল, সেই কারণে কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের রাইসিং ডে ও পুলিশ ডে একসঙ্গে পালিত হয় ।উপস্থিত ছিলেন ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি অমর দাস সহ কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা ও ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা এবং সিভিক ভলান্টিয়াররা।

**রামপুরহাট, সাদীনপুর, নলহাটি ও চাতরা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ**

**সংশোধনী এবং সংযোজনী**

পূর্বে প্রকাশিত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে, শাট্‌ল মেমু ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত সংশোধনী এবং সংযোজনী করা হয়েছে।

**(ক)** নিম্নলিখিত ট্রেন যেগুলি ০৩.০৯.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত চলার কথা ছিল সেগুলি ০১.০৯.২০২৩ তারিখের পরে চলবে না।

**আজিমগঞ্জ–রামপুরহাট–আজিমগঞ্জ মেমু লোকালঃ**

| ট্রেন নং. | আজিমগঞ্জ (ছাড়বে) | রামপুরহাট (পৌঁছাবে) | ট্রেন নং. | রামপুরহাট (ছাড়বে) | আজিমগঞ্জ (পৌঁছাবে) |
|---|---|---|---|---|---|
| আপ স্পেশাল ১ | ০৫.৫৫ টা | ০৭.৪০ টা | ডাউন স্পেশাল ২ | ০৯.০০ টা | ১০.৪৫ টা |

**(খ)** নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ০৪.০৯.২০২৩ থেকে ০৭.০৯.২০২৩ তারিখের পরিবর্তে **০২.০৯.২০২৩ থেকে ০৭.০৯.২০২৩** তারিখ পর্যন্ত চলবে।

**আজিমগঞ্জ–টাকিপুর –আজিমগঞ্জ মেমু লোকালঃ**

| ট্রেন নং. | আজিমগঞ্জ (ছাড়বে) | টাকিপুর (পৌঁছাবে) | ট্রেন নং. | টাকিপুর (ছাড়বে) | আজিমগঞ্জ (পৌঁছাবে) |
|---|---|---|---|---|---|
| আপ স্পেশাল ১ | ০৫.৫৫ টা | ০৬.৪৮ টা | ডাউন স্পেশাল ২ | ০৭.০০ টা | ০৭.৫২ টা |

অন্যান্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

**ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া**

**পূর্ব রেলওয়ে**

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

G20

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb | punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার : বর্ধমান
শ্রী দুর্গা মার্কেট, ৩য় তল, পুলিশ লাইন বাজার
সিয়ালডাঙ্গা, পো. শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
পিন : ৭১৩১০৩, ইমেল : cs8193@pnb.co.in

**কোটেশানের মাধ্যমে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**ইএমডি এবং তথ্যাদি জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময় (অফলাইন এবং অনলাইন) : ২১.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত**

| কোটেশান জমা দেবার শেষ তারিখ | | সময় |
|---|---|---|
| হার্ড কপি (হাতে হাতে) | অনলাইন | |
| ২১.০৯.২০২৩ | ২১.০৯.২০২৩ | দুপুর ২টা পর্যন্ত |

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির **স্বত্ব দখল** নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা "**যেখানে যা আছে**", "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যে অবস্থায় আছে**" ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

| শাখার নাম ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা (গণ) নাম এবং ঠিকানা | সম্পত্তি এবং মালিকের বিস্তারিত | ১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ | ১. সংরক্ষিত মূল্য ২. ইএমডি | বিক্রির তারিখ এবং সময় |
|---|---|---|---|---|
| **শাখা : বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ঋণগ্রহীতা : কার্তিক কুন্ডু** শ্রী শ্রী গুরুধাম মিঠাপুকুর, ভাঙা-মসজিদ পশ্চিম, পো. রাজবাটী জেলা : পূর্ব বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১০৪ | **মডেল :** এস-ক্রস স্মার্ট হাইব্রিড আলফা **রং :** পার্ল আর্কটিক হোয়াইট **গঠন :** মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লি. **রেজিস্ট্রেশন নং :** WB42-AP-2828 **চেসিস নং :** MA3FNEB1S0019424 **ইঞ্জিন নং :** D13A-5646933 **তৈরির সাল :** ২০১৮ **মালিক : কার্তিক কুন্ডু** | ১. ০১.০৩.২০২২ ২. ০৪.০৫.২০২৩ ৩. ৭,১৪,৭৮৯.৭৯ টাকা ২৮.০২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায়দান না হওয়া পর্যন্ত | ১. ৩.৩৫ লাখ টাকা ২. ০.৩৪ লাখ টাকা | ২২.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টায় |

**নিয়ম এবং শর্তাদি :**
**নিম্নলিখিত নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে বিক্রয় সম্পাদিত হবে :**

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে তেমন**", "**যেমন আছে তেমন আছে**" এবং "**যা আছে তাই ভিত্তি**"তে।
২. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং ইএমডি জমার যা **২১.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ২টোর আগে**। সংবিধিবদ্ধ সহ অস্থাবর সম্পত্তির উপর অন্য কোনো দায়বদ্ধতা দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, পার্কিং চার্জ এবং অন্যান্য বকেয়া ইত্যাদি ক্রয়কারীকে বহন করতে হবে।
৪. **বিক্রয়টি ২২.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে অফলাইন/অনলাইন মোডে প্রাপ্ত কোটেশনের মাধ্যমে বা cs8193@pnb.co.in মেইলের মাধ্যমে করা হবে।**
৫. **বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) পরিমাণ এ/সি নং ৮১৯৩০০৩১৭১১৬০, এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদান করা হবে অ্যাকাউন্টের নাম নন-কাস্টমার অ্যাকাউন্ট, সার্কেল SASTRA সেন্টার, বর্ধমান, আইএফএসসি কোড- PUNB0819300। জমাকৃত বায়না অর্থ কোনো সুদ বহন করবে না।**
৬. আগ্রহী ক্রেতাদের তাদের কেওয়াইসি নথি সহ তাদের সংরক্ষিত মূল্যের উপরে কোটেশান জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সরাসরি নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে বা ইমেলের মাধ্যমে **cs8193@pnb.co.in** এবং ইএমডি পরিমাণ নির্ধারিত হিসাবে।
৭. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, দাখিলকৃত ইএমডি ব্যতীত, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ বিক্রয় তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে **এনইএফটি/নগদ/ট্রান্সফারের** মাধ্যমে এ/সি নম্বর **৮১৯৩০০৩১৭১১৬০**, নন-কাস্টমার অ্যাকাউন্ট, **সার্কেল SASTRA সেন্টার, বর্ধমান, IFSC-PUNB0819300**-এ নিলামের অর্থ প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণগুলি জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাঙ্কে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত আধিকারিকদের সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতার বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তির উপর কোনো দাবি, অধিকার থাকবে না।
৮. **সফল দারদাতাকে জিওআই নির্দেশিকা অনুযায়ী, জিএসটি ১৮ শতাংশ সহ দরের পরিমাণ পেমেন্ট করতে হবে।**
৯. ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতিরেকে যে কোন সময় যে কোন বা সমস্ত বিড বাতিল/অগ্রাহ্য করার অধিকার রাখে।

**তারিখ : ০২.০৯.২০২৩**
**স্থান : বর্ধমান**

**অনুমোদিত অফিসার**
**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

### গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপ-সমিতি গঠন নিয়ে রণক্ষেত্র এলাকা

# দুই গোষ্ঠীর বিবাদের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সম্পন্ন প্রক্রিয়া

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপ-সমিতি গঠনকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গাজোল থানার পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার দুপুর ১টা নাগাদ গাজোল ব্লক অফিস সংলগ্ন পঞ্চায়েত সমিতির অফিস চত্বরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উপ-সমিতির গঠন প্রক্রিয়াকে ঘিরে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের সামনেই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। একে অপরকে ইট, লাঠি দিয়ে মারতে ওঠে বলে অভিযোগ। সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয়। পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে কিছু গোলমালকারীরা ইট ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করেনি। তবে দুই গোষ্ঠীর বিবাদের মধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপ-সমিতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দখল করেছে তৃণমূল। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছেন মোজাম্মেল হোসেন। এই পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৪৫টি আসনের মধ্যে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছিল ২৪টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ১৮টি আসন, বাম-কংগ্রেসের জোট পেয়েছে দুটি আসন এবং নির্দল পেয়েছে একটি আসন। পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে উপ-সমিতি গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চালকের দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন করে। আর এদিন তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই এই উপ-সমিতির দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথকভাবে নাম উঠে আসে। আর এই উপ-সমিতিতে কোনও গোষ্ঠীর লোক দায়িত্ব পাবে তা নিয়েই প্রথম থেকে শুরু হয় নিজেদের মধ্যে বচসা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির অফিস ঘরের সামনেই উপ-সমিতি গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন হঠাৎ করে দুই গোষ্ঠীর বাদানুবাদ শুরু হয়। এরপরই দুই পক্ষ ধাক্কাধাক্কি করতে করতে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর তখনই পুলিশের সামনে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। একে অপরকে মারতে উদ্ধত হয়। মাটিতে ফেলে কয়েকজন যুবককেও মারধর করে অপর গোষ্ঠীর লোকজন বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গে গাজোল থানার পুলিশ কোনও মন্তব্য করেনি।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, লাঠিচার্জের কোনো খবর জানা নেই। তবে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপ সমিতির গঠন ছিল। তা এদিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, আমাদের দলের মধ্যে কোনো গোলমাল হয়নি। বিরোধীরা একটা ষড়যন্ত্র করেছিল উপ-সমিতি গঠনের সময় গোলমাল পাকানোর। সেটাই আমাদের দলীয় নেতৃত্ব প্রতিবাদ করেছে। তৃণমূলের মধ্যে কোনো গোষ্ঠী কোন্দল বা গোলমাল হয়নি।

গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে যেভাবে শাসকদলের নেতাকর্মীরা একে অপরকে মারধর করছে, তা সকলেই দেখেছে। পুলিশের সামনেই এরকম গোলমাল দেখে আমরা হতবাক। এখন নিজেদের দায় এড়াতে তৃণমূল নেতৃত্ব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।

# কাঁকসায় ফের শুরু দুয়ারে সরকার ক্যাম্প

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার থেকে ফের শুরু হল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প।

শুক্রবার কাঁকসার ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোথাও ৩টে পাড়ায় আবার কোথাও ৪টে পাড়ায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বসে। এদিন কাঁকসা ব্লকের প্রধান মডেল ক্যাম্প করা হয় কাঁকসার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝপাড়া আদিবাসী গ্রামে। সেখানে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের সূচনা করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ।

এদিন এই মডেল ক্যাম্পে রাজ্য সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক সুবিধার জন্য দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে কাউন্টার খোলা হয়েছে। এদিন একটি এলইডি লাগানো ট্যাবলোর শুভ সূচনা করেন জেলাশাসক।ট্যাবলোটি কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার করে বেড়াবে বলে জানা গিয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক ডক্টর সৌরভ চট্টোপাধ্যায়,কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি, উপপ্রধান গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিত মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

প্রকল্প সহ মোট ৩৬টি ক্যাম্প করা হয়।জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় সপ্তম দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুরু হয়েছে। চলবে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তবে মূল ক্যাম্পের সঙ্গে ছোট ছোট ক্যাম্প করা হবে বিভিন্ন পাড়ায়। এর ফলে এক জায়গায় ভিড় জমবে না। তিনি জানিয়েছেন এবার দুটি নতুন বিষয়ের ওপর ক্যাম্পে কাউন্টার করা হয়েছে। একটি হল পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকরা সরাসরি তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। নির্দিষ্ট ফর্ম ফিলাপ করে তাঁরা শ্রম দপ্তরে তাঁদের তথ্য জানাতে পারবেন। এর ফলে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে যেসমস্ত শ্রমিকরা থাকেন, তথ্য জমা থাকলে রাজ্য সরকার দ্রুত তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।করোনা অতিমারির সময় যে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সরকারকে। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য বার্ধক্য ভাতাও শুরু করেছে সরকার। সেই সমস্ত মানুষদের

গোপালপুরের অনুষ্ঠান শেষ করে কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রক্ষিতপুরে অনুষ্ঠিত দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মডেল ক্যাম্প ঘুরে দেখেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ। ক্যাম্প শুরু হয় সকাল ১ টায় আর শেষ হয় বিকাল ৪টেয়।এদিন তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং সরাসরি তাঁদের অভিযোগ শোনেন। এছাড়াও ক্যাম্পে সমস্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তার খোঁজ নেন জেলাশাসক। জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ডক্টর সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

কাঁকসার মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মোট ২২টি কাউন্টার খোলা হয়েছে। যেখানে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে এলাকার সাধারণ মানুষ ক্যাম্পে ভিড় জমান। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চলবে আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত।

# নয় দফা দাবি নিয়ে আরামবাগ পুরসভায় ডেপুটেশন বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** হুগলির আরামবাগ পুরসভায় ৯ দফা নিয়ে বিজেপি পুরমণ্ডলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হল শুক্রবার। এদিন পুরমণ্ডলের সভাপতি তথা পুরসভার বিরোধী বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে। দৌলতপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয় থেকে একটি মিছিল সহকারে তারা আসেন। ডেপুটেশনের জন্য পুরসভা ভবন ও চত্বরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। ব্যারিকেটের সামনেই বিজেপির মিছিলকে আটকে দেয় পুলিশ। ডেপুটেশন চলাকালীন পুরভবনেও ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা। যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি কিংকর পাল, কলকাতা কর্পোরেশনের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজল ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি এদিন ডেপুটেশনে আসা কাউন্সিলর তথা রাজ্য স্তরের বিজেপি নেতা সজল ঘোষ পুরসভার গ্রিনসিটি প্রকল্প, নিয়োগ দুর্নীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারীকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন। এদিন কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ বেশ কিছু নেতৃত্ব তারা চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারীর সঙ্গে পুরসভার এক সভাকক্ষে ৯ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করেন। চেয়ারম্যান ছাড়া ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী সহ পুরসভার আধিকারিকরা। পুরসভায় ২০১৪ সালের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়েও তারা বিষয়টা তুলে ধরেছেন ডেপুটেশনে। অপরদিকে চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, আমরা দশ দিনের মধ্যে উত্তর দেব বলেছি। আমরা এতটা গভীরে যাইনি, সেজন্য দেওয়া হয়নি। ওয়ান টু পয়েন্ট উত্তর দিয়ে দেব। কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর সজল ঘোষের মন্তব্য প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, যার যেরকম রুচি সে সেরকম ভাবেই কথা বলবে। এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না ওদের কাছ থেকে। পরিশেষে বলা যেতে পারে অনেক বছর পর আরামবাগ পুরসভায় বিরোধীরা ডেপুটেশন দিল, যা সুস্থ গণতন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

---

**সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার্স লিমিটেড**
CIN : L65993WB1989PLC047002
রেজি. অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩৫,
ই-মেল : investors@sastasundar.com ●ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

**৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বুক বন্ধের তথ্যাদির অবগতি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোম্পানির ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে **শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর , ২০২৩ তারিখে বেলা ৩ টায়, ভারতীয় মানক সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)** মাধ্যমে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত,সংশ্লিষ্ট জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২২ ৫ মে ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে,২০২২ সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং প্রযোজ্য এবং ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী অনুমোদন ক্রমে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত।

উক্ত সার্কুলারগুলির মান্যতাক্রমে ৩৪তম এজিএম নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন যে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর নিকট নথিভুক্ত রয়েছে তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েব সাইট : **www.sastasundarventures.com** এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে **www.bseindia.com** দিত। **www.nseindia.com** পাওয়া যাবে ।

**ইমেল নথিভুক্তি/আপডেট করার পদ্ধতি :**

- যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার অধিকার করেন তারা তাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির নিকট আপডেট করতে পারেন আইএসআর-১ প্রক্রিয়া **https://linkintime. co.in/home-KYC.html** এবং **https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads. html** মাধ্যমে।
- যে সকল সদস্য ডিমেটারিয়ালাইজ মোডে শেয়ার অধিকার করেন তারা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করতে পারেন অনুরোধ পাঠিয়ে।

**ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি :**

- শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ভোট দানের সুবিধা পাবেন রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং মাধ্যমে।
- শেয়ারহোল্ডারগণ ইমেল মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদানের জীবনপঞ্জি লগইন করতে পারবেন।
- ভোট প্রদানের বিস্তারিত ই-ভোটিং মাধ্যমে যা এজিএম নোটিশে দেওয়া হয়েছে।

**বই বন্ধ :**
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অধীনে এবং ২০১৫ সালের সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনসের লেগুলেশন ৪২ সংস্থান অধীনে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএম অনুষ্ঠানের জন্য।

সদস্যগণকে এজিএমতে উল্লিখিত সকস বিষয় যত্ন সহকারে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে বিশেষত এজিএমতে যোগদান, রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং বিষয়ে নির্দেশাবলিগুলি।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চার লিমিটেডের পক্ষে
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০১.০৯.২০২৩

---

**কিরণ ব্যাপার লিমিটেড**
CIN : L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২২৩ ১৫৬৯
ই-মেল: kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com

**২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা,**
**বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে দুপুর ১২.৩০টায় এ অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, তারিখ ২৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং. SEBI//HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4, ৫ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখের (একত্রে 'উক্ত সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করার জন্য।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার দ্বারা জারি করা পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, তারিখ ৩১ মার্চ, ২০২৩ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং ২৭তম এজিএম নোটিশ সহ এর সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক অন্যান্য নথি সহ আর্থিক বিবৃতি রয়েছে কোম্পানির এজিএম অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে নিবন্ধিত অধিকারীর নিকট।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে ২৭তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক **https//www.lnbgroup.com/kiran/reports/27th%20Annual%20General%20Meeting/Kiran%20Vyapar%20Annual%20Report%20-%202023.PDF**-এও পাওয়া যাবে। এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লি. **www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫, কার্যকর ১৯ মার্চ, ২০১৫ ধারা অনুসারে সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের ৭.২ (এসএস-২), সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে বোঝায়। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে এজিএম-এর তারিখে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সদস্যের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

**এতদ্বারা সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যে :**

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে সিডিএসএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কোম্পানির যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন তারা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, শুধুমাত্র এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানিতে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, একটি ইমেল আইডিতে **mdpldc@yahoo.com**।

ঘ) শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩) কাজের সময় বন্ধ হওয়ার সময় এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন না। এজিএমে তাদের ভোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন অথবা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়ম এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের বিধান অনুসারে কোম্পানিটি বুধবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ) লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের রেকর্ড নেওয়ার উদ্দেশ্যে, অনুমোদিত হলে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ারগুলিতে ।

**ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশানুসারে**
**কিরণ ব্যাপার লিমিটেড -এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**প্রদীপ কুমার ওঝা**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**

**স্থান: কলকাতা**
**তারিখ: ০১.০৯.২০২৩**

---

**দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি,
হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
ফোন: ৯১-৩৩-২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল : periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

**১১০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা**
**বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিতি নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ১১০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) সকাল ১০.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১, তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১ সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ ('সম্মিলিতভাবে সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়') অনুযায়ী এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসায়িক লেনদেন করার জন্য।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন যাতে বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং ১১০ তম এজিএমের নোটিশ সহ এর সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক অন্যান্য নথি সহ আর্থিক বিবৃতি রয়েছে কোম্পানির ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে নিবন্ধিত অধিকারীর নিকট নথিভুক্ত।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে ১১০তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২০২৩ এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক **https//www.periatea.com/wp-content/uploads/2023/08/Annual-Report-2022-23.pdf**-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ এনএসই লি., **www.nseindia.com**-এ। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা ২০১৫, কার্যকর ১৯ মার্চ, ২০১৫, ধারা অনুসারে সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের ৭.২ (এসএস-২), সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিকের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড(সিডিএসএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে৷ এজিএম-এর তারিখে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সদস্যের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

**এতদ্বারা সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যে :**

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫ টায় শেষ হয়। । এর পরে সিডিএসএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কোম্পানির যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন তারা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, শুধুমাত্র এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানিতে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন, মেসার্স এসকেডিসি কনসালট্যান্টস লিমিটেড একটি ইমেল আইডিতে **green@skdc-consultants.com**।

ঘ) শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩) কাজের সময় বন্ধ হওয়ার সময় এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন না। এজিএমে তাদের ভোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং সুবিধা সম্পর্কযুক্ত যেকোনও অভিযোগ থাকলে শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া লিমিটেড) এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (ইস্ট), মুম্বই - ৪০০০১৩ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ইমেল করে অথবা নিঃশুল্ক ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা আরও দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়ম এবং সেবি-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের বিধান অনুসারে কোম্পানিটি বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিন সহ) লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের রেকর্ড নেওয়ার উদ্দেশ্যে, অনুমোদিত হলে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ারগুলিতে।

**ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে**
**দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ**-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০১.০৯.২০২৩

---

**মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড**
**রেজি. অফিস :** ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
**ফোন :** +৯১ ৩৩ ২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স :** +৯১ ৩৩ ২২২৩১৫৬৯, **ই-মেল :** kolkata.msum@lnbgroup.com
**ওয়েবসাইট :** www.msumindia.com ; **CIN :** U17124WB1939PLC128650
**হেড অফিস এবং ওয়ার্কস :** যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬৪০১ (রাজস্থান)
**ফোন :** ৯১ ২৯৩২ ২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স :** ৯১ ২৯৩২ ২২১৩৩৩, **ইমেল :** ho.msum@lnbgroup.com

**৮৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা,**
**বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৮৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ভারতীয় মান সময় (আইএসটি) ২.৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) /অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যের শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান মেনে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে এমসিএ ('সম্মিলিতভাবে সার্কুলার হিসাবে' উল্লেখ করা হয়েছে) এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসা লেনদেন করার জন্য।

এমসিএ সার্কুলার দ্বারা জারি করা উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনে বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথির সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক যার মধ্যে ৮৩ তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সহ আর্থিক বিবৃতি রয়েছে। ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে কোম্পানিটি ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তিদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং অন্যান্য সকল উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট।

সদস্যরা আরও লক্ষ করতে পারেন যে ৮৩তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২০২৩ এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে ওয়েবলিংক **https//msumindia.com/Annual_Report_2022-23.pdf**-এও পাওয়া যাবে। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানী (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, কার্যকর ১৯ মার্চ, ২০১৫ ধারা অনুসারে সাধারণ সভা (এসএস-২) এবং এমসিএ সার্কুলার সম্পর্কিত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের ৭.২, কোম্পানিটি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি অনুমোদিত ই-ভোটিং সংস্থা হিসাবে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড(সিডিএসএল) এর সাথে একটি চুক্তি করেছে৷ এজিএম-এর তারিখে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সদস্যের ভোট দেওয়ার সুবিধা সিডিএসএল সরবরাহ করবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

**এতদ্বারা সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যে :**

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এর পরে সিডিএসএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

খ) কোম্পানির যে সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন তারা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, শুধুমাত্র এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

গ) সদস্যদের ভোটাধিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) হিসাবে কোম্পানিতে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কিন্তু কাট-অফ তারিখের আগে (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, একটি ইমেল আইডিতে **mdpldc@yahoo.com**।

ঘ) শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখের (অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩) কাজের সময় বন্ধ হওয়ার সময় এবং দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেননি, তারা এজিএমে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

ঙ) সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকেএজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশগ্রহণের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করতে পারেন অথবা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত প্রযোজ্য নিয়ম অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

**ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে**
**মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেডের পক্ষে**
**স্বা/-**
**অতুল কৃষ্ণ তিওয়ারি**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ০১.০৯.২০২৩**

# মা-বাবার সম্পত্তি পাবে 'অবৈধ বিয়ে'র সন্তানরাও

## জানাল সুপ্রিম কোর্ট

**নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর:** 'অবৈধ বিয়ে'র সন্তানেরাও মা-বাবার সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্য। শুক্রবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। তবে তাঁরা কেবলমাত্র হিন্দু উত্তরাধিকার আইনেই তা দাবি করতে পারবেন বলেও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, এর আগে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, 'অবৈধ বিয়ে'র সন্তানরা কেবলমাত্র অভিভাবকদের স্ব-উপার্জিত সম্পত্তির অধিকার পেতে পারেন। কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি তাঁরা পাবেন না।

কিন্তু এদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ৩ সদস্যের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, 'অবৈধ বিয়ে'র সন্তানরা মা-বাবার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য, সেটা স্ব-উপার্জিতই হোক কিংবা বংশগত।

২০১১ সালে শীর্ষ আদালতের দুই সদস্যের বেঞ্চ এই সংক্রান্ত এক মামলায় যে রায় দিয়েছিল, তা বিরোধিতা করে রুজু হওয়া মামলার শুনানি ছিল এদিন। আর সেখানেই এই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, হিন্দু আইন অনুসারে, 'অবৈধ বিয়ে'তে কাউকে স্বামী বা স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয় না।

# ছত্তিশগড়ে ৪৫ পড়ুয়াকে দু'দিন অনাহারে রাখল আবাসিক স্কুল

**রায়পুর, ১ সেপ্টেম্বর:** খেলতে খেলতে ফুটবল ফাটিয়ে ফেলেছিল পড়ুয়ারা। শাস্তি দিতে তাদের দু'দিন অনাহারে রাখার অভিযোগ উঠল ছত্তিশগড়ের এক আবাসিক স্কুলের বিরুদ্ধে। সুরজপুর জেলার ঘটনা।

আবাসিক স্কুলের এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই পড়ুয়াদের অভিভাবকরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। এই প্রতিবাদে সামিল হন স্থানীয়রাও। রাজধানী রাইপুর থেকে ৩৮০ কিলোমিটার দূরে অম্বিকাপুরে রয়েছে এই আবাসিক স্কুলটি। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানরা স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অম্বিকাপুরের এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪১। অভিযোগ, প্রায় দেড়শো পড়ুয়া থাকলেও, তাদের থাকার জন্য পর্যাপ্ত

জায়গার ব্যবস্থা করেননি কর্তৃপক্ষ। দু'টি ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে থাকতে হয় তাদের। পড়ুয়াদের অনাহারে রাখার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে যখন স্থানীয়রা তাদের বিস্কুট বিতরণ করতে গিয়েছিলেন। পড়ুয়াদের কাছ থেকে তাঁরা জানতে পারেন দু'দিন ধরে তাদের খেতে দেওয়া হচ্ছে না। এই কথা জানার পরই হইচই পড়ে যায়। স্থানীয়রা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখান। পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও আসেন। তাঁরাও স্কুলের এই অমানবিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখান।

বিষয়টি নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যাওয়ায় জেলা প্রশাসন তদন্তের নির্দেশ দেয়। তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৮ অগস্ট পড়ুয়ারা ফুটবল খেলছিল। খেলার সময় ফুটবল ফেটে যায়। এই খবর স্কুলের সুপার পিটার স্যাডমের কাছে পৌঁছলে তিনি পড়ুয়াদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভুলের জন্য পড়ুয়াদের অনুশোচনা হওয়া উচিত এবং ভুল করলে কী শাস্তি পেতে হবে, তা টের পাওয়ানোর জন্য পড়ুয়াদের না খাইয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন সুপার। তদন্তের রিপোর্টে এমনই দাবি করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনে সূত্রে খবর, তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছে সুপার স্যাডম স্বীকার করেছেন যে, পড়ুয়াদের দু'বেলা খাবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি যুক্তি দেখান, লড়াই কী বিষয়, সেটি শেখার প্রয়োজন আছে শিশুদের। তাই এ কাজ করেছেন। যদিও তাঁর এই যুক্তি ধোপে টেকেনি। সাসপেন্ড করা হয়েছে সুপারকে।

**KRISHNANAGAR MUNICIPALITY**
**Krishnanagar, Nadia**

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-29/2023-24** for **"E.I. work for Setting up of X-ray unit (DR - System) at Health Centre under Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender id: 2023_MAD_562153_1.**

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

# শিক্ষকদের লাগাতার কটূক্তিতে আত্মঘাতী উত্তরপ্রদেশের ছাত্রী

**লখনউ, ১ সেপ্টেম্বর:** দীর্ঘদিন ধরেই গরিব, নিচু জাত বলে কটাক্ষ করতেন শিক্ষকরা। অপমান সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আত্মঘাতী হল উত্তরপ্রদেশের এক পড়ুয়া। বেশ কয়েকদিন আগে ১৪ বছর বয়সি ওই ছাত্রীর মৃত্যু হলেও এফআইআর দায়ের করতে টালবাহানা করে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত মৃত পড়ুয়ার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয়েছে। যদিও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপাল।

গত ২৭ মে মাইনে বাবদ ১১০০ টাকা জমা দেয় ওই পড়ুয়া। কিন্তু অনেক কম অঙ্কের রসিদ লিখে তার হাতে ধরিয়ে দেন ওয়াসফি খাতুন নামে এক শিক্ষিকা। ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়েই সমস্যায় পড়ে মৃত পড়ুয়া। সহপাঠীদের সামনেই তার পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেন শিক্ষকরা। ওই ছাত্রীকে বলা হয়, নিচু জাতের পড়ুয়া হয়েও উঁচু জাতের মতো হাবভাব করছে সে।

প্রায় দু'মাস ধরে নিয়মিত কটাক্ষের শিকার হয় ওই ছাত্রী। গত ৪ অগস্ট নিজের বাড়িতেই আত্মহত্যা করে সে। শিক্ষকদের অত্যাচারের কথা লিখে রাখে সুইসাইড নোটে। যদিও এই ঘটনার পরেও এফআইআর দায়ের করতে চায়নি পুলিশ। কয়েকদিন আগে এফআইআর গ্রহণ করে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও প্রিন্সিপাল-সহ শিক্ষকদের দাবি, ব্যক্তিগত কারণেই আত্মহত্যা করেছে ওই ছাত্রী। মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে মৃত্যু হয় ওই পড়ুয়ার বাবার। তার জেরে দীর্ঘদিন পড়াশোনা বন্ধ ছিল ছাত্রীটির। ২০২২ সালে বিশেষ আর্থিক ছাড়ের সাহায্য ফের পড়াশোনা শুরু করেছিল সে। তবে আর্থিক দুর্দশার কারণে একাধিকবার শিক্ষকদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় ওই পড়ুয়াকে। আজিমুদ্দিন আশরাফ ইসলামিয়া ইন্টার কলেজে পড়ার সময়ে জাতি পরিচয় নিয়েও তাকে কটাক্ষের শিকার হতে হয়।

# কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ির মধ্যে যুবক খুন, আটক তিন

**লখনউ, ১ সেপ্টেম্বর:** কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কৌশল কিশোরের বাড়িতে যুবককে খুনের অভিযোগ উঠল। গুলি চালিয়ে যুবককে খুনের অভিযোগ উঠেছে মন্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের বেগারিয়া গ্রামে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম বিনয় শ্রীবাস্তব। নিহত যুবক মন্ত্রী-পুত্রের বন্ধু বলে দাবি। শুক্রবার সকালে এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে।

খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে নিহত যুবকের পরিবার। তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশের বিশাল বাহিনী। কী কারণে খুন, তা জানা যায়নি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মন্ত্রীর বক্তব্য

জানা যায়নি। অভিযুক্ত মন্ত্রী-পুত্রকে আটক করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থল থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

**BOLPUR MUNICIPALITY**
**Bolpur, Birbhum**

**Notice Inviting e-Tender No. : WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/N.I.T.- 09/2023-24**
**Memo No. 1464/BM/2023-24 Dated : 31.08.2023**
**Name of the Work :** (I) 13 nos. of Installation of 2 Nos. Submersible pump within 80mm dia and 72m depth different no. ward under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 09.09.2023.
**(2) Notice Inviting e-Tender No. : WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/N.I.T.- 10/2023-24**
**Memo No.- 1465/BM/2023-24 Dated : 31.08.2023**
**Name of the Work :** (I) 4 Nos. of civil work ward no. 01, 03, 04 & 12 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **19.09.2023**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & website : **www.bolpurmunicipality.org**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

# পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় নিহত কমপক্ষে ৯ সেনা

**ইসলামাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর:** আত্মঘাতী বিস্ফোরণে কাঁপল পাকিস্তান। নিহত পাক সেনাবাহিনীর ৯ জওয়ান। বৃহস্পতিবার পাক সেনার কনভয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর বাইকের। এই হামলার নেপথ্যে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান তথা টিটিপি জঙ্গিগোষ্ঠী রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের ঘটনার পর পাক সেনার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া বান্নু জেলায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। হামলাকারী বাইকে এসে সেনাবাহিনীর কনভয়ের একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে।' এই হামলায় নিহত হয়েছেন ৯ জন। ফিদায়েঁ হামলাায় তীব্র ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার-উল-হক কাকর। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এটা কাপুরুষের মতো

সন্ত্রাসবাদী হামলা।'

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী হচ্ছে টিটিপি। আফগান তালিবানের শাখা সংগঠন তারা। বছর দুয়েক আগে তালিবান আফগানিস্তানের দখল নিলে টিটিপি-কে কাবু করা যাবে বলে ভেবেছিল ইসলামাবাদ। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। টিটিপি জঙ্গিদের হামলার দায় নিতে সাফ অস্বীকার করে দেয় মোল্লা অখুন্দজাদার দল।

# বাড়িতে আটকে রেখে কিশোরী পরিচারিকাকে সিগারেটের ছ্যাঁকা

**নাগপুর, ১ সেপ্টেম্বর:** কিশোরী পরিচারিকাকে ঘরে আটকে রেখে গায়ে সিগারেট এবং ছুরি গরম করে ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ উঠল মহারাষ্ট্রের নাগপুরের এক দম্পতির বিরুদ্ধে। শুধু তাই-ই নয়, বেঙ্গালুরুতে যাওয়ার সময় পরিচারিকাকে চার দিন ধরে ঘরে আটকে রেখে যান বলেও অভিযোগ। এক বেসরকারি সংস্থা স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে কিশোরীকে উদ্ধার করে। দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার পরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর তিনের আগে বেঙ্গালুরু থেকে ওই কিশোরীকে পরিচারিকার কাজ করানোর জন্য নিজেদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন দম্পতি। কিন্তু কোনও ভুল হলেই তাঁর উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। কিশোরীর গায়ে কখনও

**ধৃত দম্পতি**

সিগারেট, কখনও ছুরি গরম করে ছ্যাঁকা দেওয়া হত বলে অভিযোগ।

দিন কয়েক আগেই বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন ওই দম্পতি। যাওয়ার সময় কিশোরীকে একটি ঘরে আটকে রেখে যান। এমনকী, যাওয়ার সময় ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়ে যান। ঘরেরই একটি জানলা দিয়ে চিৎকার করে সাহায্য চাইত সে। কিশোরীর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা দেখেন বাড়িতে তালা দেওয়া। এর পর স্থানীয়রাই দরজা ভেঙে কিশোরীকে উদ্ধার করেন। তার সারা গায়ে ছ্যাঁকার দাগ লক্ষ্য করেন স্থানীয়রা। এর পরই পুলিশে খবর দেন তাঁরা। পুলিশ এসে কিশোরীকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করে। নাগপুর পুলিশ বেঙ্গালুরু পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বেঙ্গালুরুতেই গ্রেপ্তার করা হয় দম্পতিকে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই-টিআর-এএসটিই-আরপিএইচ-২৩-২৪, তারিখ ঃ ৩১.০৮.২০২৩।** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে এএসটিই/আরপিএইচ সেকশনের অধীনে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজ সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ। টিটিআর = ৬৬ সেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ১,১০,৫৫,২৯৬.৫৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,০৫,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ০৮.০৯.২০২৩। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ৪.৪০ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। টেন্ডার পত্রের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিবরণ **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে।

(HWH-233/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

## ভারতীয় রেলে নারী ক্ষমতায়ন

# প্রথম মহিলা সিইও ও চেয়ারপার্সন পেল রেল বোর্ড

**নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর:** রেল বোর্ডের প্রথম মহিলা সিইও এবং চেয়ারপার্সন হলেন জয়া ভার্মা সিন্‌হা। ভারতীয় রেলের ১০৫ বছরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধান পেল রেল বোর্ড। এদিন রেল মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে নয়া রেল কর্তার নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রেল মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জয়া ভার্মা সিন্‌হাকে রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইও পদে অনুমোদন করেছে ক্যাবিনেটের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি।'

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১ অক্টোবরে অবসর নেওয়ার কথা জয়া ভার্মা সিন্‌হার। যদিও নতুন পদের মেয়াদ অবধিই কাজ করবেন তিনি। এর জন্য তাঁকে মাঝপথে পুনর্নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য, বাহানাগা রেল দুর্ঘটনায় রেলের মুখ ছিলেন জয়া। ওড়িশার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ৩০০ মানুষের। ওই সময় মিডিয়ার চাপ সামলে ছিলেন জয়া। সম্ভবত তারই পুরস্কার পেলেন ভারতীয় রেলের এই প্রবীণ কর্মী।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী জয়া ১৯৮৮ সালে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে উত্তর রেলওয়ে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্ব রেল বোর্ডের বর্তমান চেয়ারপার্সন অনিল কুমার লাহোতি। ১ সেপ্টেম্বর তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেবেন জয়া। ২০২৪ সালের ৩১ অগস্ট অবধি এই পদে থাকবেন তিনি।

## নরওয়ে কাণ্ডের ছায়া অস্ট্রেলিয়ায়

# দুই সন্তানই সরকারের কাস্টডিতে, আত্মঘাতী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা

**সিডনি, ১ সেপ্টেম্বর:** মায়ের কোলের শিশুকে হেপাজতে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল নরওয়ে সরকারের বিরুদ্ধে। এবার সেই কাণ্ডের ছায়া দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ায়। দুই সন্তানকে হারিয়ে আত্মহত্যা করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলা। তাঁর সন্তানরা সরকারি কাস্টডিতে ছিল। দেশে ফিরে গিয়েছিলেন প্রিয়দর্শিনী প্যাটেল নামের ওই মহিলা। আর এবার কর্নাটকে তাঁর মৃত্যুর খবর মিলল। সন্তানকে ফিরে না পেয়েই তিনি আত্মহত্যা করলেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আইটি সেক্টরে চাকরি করতেন প্রিয়দর্শিনী। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মাস ছয়েক ধরে চিকিৎসা চলার পরও শিশুপুত্রটি সুস্থ হয়নি। এরপর ক্ষুব্ধ দম্পতি শিশুটির মেডিক্যাল ট্রান্সফার করতে চাইলে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। বলা হয়, বাড়িতে যথাযথ দেখভাল করা হয়নি বলেই শিশুটি সুস্থ হচ্ছে না। তাকে অফিশিয়াল কাস্টডিতে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ওই দম্পতির বড় ছেলে, যার বয়স ১৮ পেরিয়ে গিয়েছে, তাকেও কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছিল।

এরপর সন্তানদের ফিরে পেতে মামলা করেন প্রিয়দর্শিনী ও তাঁর স্বামী। অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও এই ঘটনার প্রতিবাদ করা হয়। এমনকী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীও কথা দেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত সদর্থক কিছু হয়নি। এদিকে প্রিয়দর্শিনী দেশে ফিরে

আসেন এই মাসে। এবং শেষ পর্যন্ত সন্তানদের হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি মৃত্যুকেই বেছে নিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার তরফে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনা করার কথাও বলা হয়েছে।

# পাকিস্তানে প্রথমবার ৩০০ পেরল পেট্রল-ডিজেলের দাম

**ইসলামাবাদ, ১ সেপ্টেম্বর:** ইতিহাসে প্রথমবার তিনশোর গণ্ডি পেরল পাকিস্তানের পেট্রল-ডিজেলের দাম। বৃহস্পতিবার নতুন করে জ্বালানির দাম বেড়েছে পাকিস্তানে। তারপর থেকেই লিটারপিছু তিনশো টাকারও বেশি দরে বিকোচ্ছে পেট্রল ও ডিজেল। এমনিতেই খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দামে নাভিশ্বাস উঠেছে পাক জনতার। কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতায় এলেও স্বস্তি নেই সাধারণ মানুষের কপালে।

বৃহস্পতিবার পেট্রল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম প্রকাশ করে পাকিস্তানের কেয়ারটেকার সরকার। এক ধাক্কায় ১৪.৯১ টাকা বাড়ানো হয় পেট্রলের দাম। হাই স্পিড ডিজেলের দামও একবারে ১৮.৪৪ টাকা বেড়েছে। নতুন মূল্য অনুসারে, লিটার পিছু দুই জ্বালানির দামই তিনশো ছাড়িয়েছে। পাক মুদ্রায় এক লিটার পেট্রলের দাম ৩০৫.৩৬ টাকা। অন্যদিকে ৩১১.৮৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এক লিটার ডিজেল।

দিন কয়েক আগেই বিদ্যুতের চড়া দামের কারণে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ। একাধিক এলাকায় বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সরকারের তরফে এই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে সেই সমস্যা এখনও মেটেনি। উলটে তার আগেই ফের নতুন করে সমস্যার মুখে পাক জনজীবন। ইতিহাসে প্রথমবার তিনশো পেরিয়েছে জ্বালানির দাম। এমতাবস্থায় ফের ধাক্কা খাবে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সেকথা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই ঋণের বোঝায় একেবারে ভেঙে পড়েছে সেদেশের অর্থনীতি।

**মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা**

ভাণ্ডারসমূহের প্রাপ্তির জন্য **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ০৭/২৩-২৪, তারিখ ঃ ০১.০৯.২০২৩।** নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য ই-টেন্ডারসমূহ ইতিমধ্যেই সমস্ত বিস্তারিত সমেত **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/পরিবর্তন, যদি থাকে, শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

| টেন্ডার সংখ্যা | সংক্ষিপ্ত বিবরণ | পরিমাণ | বন্ধের তারিখ ও সময় |
|---|---|---|---|
| ০১২৩৫১৪৪ | কন্ট্রোল গিয়ার আইটেমের জন্য ইউনিট এক্সচেঞ্জ স্পেয়ার | ১ সেট | ১৪.০৯.২০২৩ বেলা ২টা |
| ০২২৩৫১৩০ | বিএলডিসি ফ্যান ১৪০০ মিমি স্যুইপ | ১৩৭৯ টি | ১১.০৯.২০২৩ বেলা ২টা |
| ০২২৩৫২৩৪ | ৩ বছরের ওয়ার‍্যান্টি পরবর্তী এএমসি সহ অটোম্যাটিক স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন | ১১ টি | ১৩.০৯.২০২৩ বেলা ২টা |

পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

**DEBRA THANA SKS MAHAVIDYALAYA**
**CHAKSHYAMPUR, DEBRA, PASCHIM MEDINIPUR-721124**
**Notice Inviting Quotation**
**Tender No- dtsksm/NIT48/23 Dated:01.09.2023**

Sealed quotations are hereby invited from reputed suppliers/agencies with suitable credentials for supply of
1. Standard Tyre changer, **Manufacturer-ATS ELGI**, **Model-Standard**, **Specification- Motor power- 1.1KW Max**. Tyre diameter-38". For details see **www.debracollege.ac.in.**
- **Last date and time for submission of quotation: 09.09.2023 till 12 noon**
- **Date & Time of opening of quotation: 09.09.2023 at 1.00 p.m**

Sd/- (Dr. Rupa Dasgupta)Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

**NOTICE**
**Notice Inviting Tender No. 05 of 2023-2024 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)**
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **04.09.2023 upto 12:00-O-Noon.**
**Memo No. 746, Dated: 25.08.2023 of** Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.

Sd/- S. Sukul
Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W. Dte.

# আজ ভারত-পাক মহারণ

## মেলবোর্নে কোহলির সেই দুই ছক্কা এখনও কাঁপুনি ধরায় পাকিস্তানকে, এশিয়া কাপের আগে স্বীকারোক্তি শাদাবের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচ। টুর্নামেন্টের সব থেকে হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে পাকিস্তান শিবিরকে চিন্তায় রাখছেন সেই বিরাট কোহলি। থুড়ি, বলা ভাল অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হ্যারিস রাউফকে মারা দুটো বিশাল ছক্কার স্মৃতি এখনও ফিকে হয়নি পাকিস্তান শিবিরে।

এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের আগেও সেই বিরাট কোহলি, সেই দুই ছক্কাই চর্চায়। পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শাদাব খান মনে করেন, কোহলি ছাড়া অন্য কোনও ব্যাটারের পক্ষে ওভাবে ছক্কা মারতে পারতেন না।

শাদাব বলছেন, দকোহলি ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার। ওর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগে অনেক পরিকল্পনা করতে হয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মানস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ রয়েছে। বোলার কী ভাবছে, ব্যাটসম্যানই বা কী মনে করছে, তা আগেভাগে পড়ে নিতে হয়।দ

মেলবোর্নের ওই দুরন্ত ম্যাচে শেষ ৮ বলে ২৮ রান তাড়া করে ভারতকে জিতিয়েছিলেন কোহলি। সেই প্রসঙ্গে শাদাব খান বলছেন, দবিরাট কোহলি যে ধরনের ব্যাটসম্যান, আমাদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের শেষ ম্যাচে যেরকম পারফর্ম করেছে, আমি মনে করি না বিশ্বের অন্য কোনও ব্যাটসম্যান ওই একই পরিস্থিতিতে আমাদের বোলিং লাইন আপের বিরুদ্ধে ওরকম খেলতে পারত। বিরাটের বিশেষত্বই হল, ম্যাচের যে কোনও পরিস্থিতিতে, যে কোনও সময়ে ওরকম ইনিংস খেলতে পারে।

# আইসিসির কাছে আর্জি, দেশের জার্সিতে ফের খেলতে চান আফগান মহিলা ক্রিকেটাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** চোখের সামনে একের পর এক তরতাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে। যে দৃশ্য সারা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ছবিটা আফগানিস্তানের। বছর দু'য়েক আগে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করেছিল তালিবান। আফগানিস্তানে তার পর থেকে চলছে তালিবান শাসন। ২০২১ সালের ১৫ অগস্টের পর আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আগের মতো নেই। তালিবান ক্ষমতায় আসতেই সেখানকার বহু নাগরিক ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আফগানিস্তানের মহিলা ক্রিকেটাররাও। রশিদ খান, মহম্মদ নবিরা দেশের হয়ে এবং বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন। কিন্তু আফগান মহিলা ক্রিকেটাররা দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। এ বার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা, আইসিসির কাছে ক্রিকেট খেলার আর্জি জানাল আফগান মহিলা ক্রিকেটাররা।

সংবাদ সংস্থা দ্য অ্যাসেসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তানের এক মহিলা ক্রিকেটার ফিরোজা আমিরি বলেন, 'সপ্তাহ দু'য়েক আগে তালিবানের ক্ষমতা দখলের ২ বছর পূর্তি হয়েছে। যা আমাদের জন্য কালো দিবস ছিল।' তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসার পর অনেকের মতো আমিরি এবং তাঁর পরিবার সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাঁর বাড়ি ছিল আফগানিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হেরাতে। তালিবানরা ক্ষমতায় আসার কথা মনে করে আফগান মহিলা ক্রিকেটার ফিরোজা আমিরি বলেন, 'হেরাতের অবস্থা খারাপ হওয়ার পর আমরা কাবুলে যাই। সেখানে এক বিদেশি দূতাবাসে আমরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কাবুল পৌঁছে দেখি আফগানিস্তান পুরোপুরি তালিবানের দখলে চলে গিয়েছে। সকলে দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দর যাচ্ছে। আমরাও তাই করেছিলাম।'

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে আছেন ফিরোজা আমিরি। তাঁর একাধিক সতীর্থও সেখানেই রয়েছেন। আমিরি এবং তাঁর সতীর্থরা এখন ক্রিকেট খেলেন। মেলবোর্নে এক লোকাল লিগে খেলছেন তাঁরা। কিন্তু আফগান পুরুষ দলের মতো তাঁরাও খেলতে চায়। তাই ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আইসিসিকে একটি মেইল করেন আফগান মহিলা ক্রিকেটাররা। তাতে জানতে চাওয়া হয়, আফগান মহিলা ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ। তাঁদের ক্রিকেটের উন্নয়নের কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? এবং আফগান মহিলা ক্রিকেটাররা কী আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলতে পারবেন? যেহেতু আমিরির মতো একাধিক মহিলা ক্রিকেটার আফগানিস্তান ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁরা দেশের হয়ে খেলার আশা ছাড়েননি। আমিরি অবশ্য জানিয়েছেন, এই নিয়ে আফগান ক্রিকেট বোর্ড বা আইসিসি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তালিবান ক্ষমতায় আসার পর, আফগানিস্তানের মহিলা ক্রিকেটাররা একে একে তাঁদের ব্যাট-বল এবং ক্রিকেটের সব সরঞ্জাম পুড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন চিরতরে ভুলতে বসেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার থাকতে থাকতে আবার আফগান মহিলা ক্রিকেটাররা নতুন করে ক্রিকেটকে নিয়ে বাঁচতে শিখেছেন। তাই এ বার তাঁরা স্বপ্নও দেখছেন ফের দেশের জার্সি চাপিয়ে খেলার।

# 'এশিয়া কাপের মাঝে বুমরাকে বিরতি দেওয়া ঠিক হবে না', বলছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এশিয়া কাপে ভারত-পাক মহারণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ বার শুধু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পালা। দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে অ্যাকশনে দেখা যাবে জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি ও মহম্মদ সিরাজদের। সম্প্রতি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর বলেছেন, এশিয়া কাপ চলাকালীন ভারতের তারকা ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরাকে যেন বিরতি না দেওয়া হয়। বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে নিয়ে এখন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের খুব একটা ভাবার দরকার নয়। মনে করছেন গৌতি। এর পেছনে কী যুক্তি সাজালেন তিনি?

পিঠের চোট সারিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জসপ্রীত বুমরার। আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২টি টি-২০ ম্যাচে খেলে এশিয়া কাপ সফরে এসেছেন বুমরা। সম্ভবত ভারতীয় টিমের বোলিং বিভাগকে এশিয়া কাপে নেতৃত্ব দেবেন বুমরা। এর মাঝে সম্প্রতি এশিয়া কাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে গৌতম গম্ভীরকে প্রশ্ন করা হয় বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজ নিয়ে। গৌতি বলেন, 'এখন এমন পরিস্থিতি তাতে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জায়গায় ওর ম্যাচে বেশি ফোকাস করা দরকার। বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা এখন শেষ হয়েছে। ও যত ম্যাচে বল করবে সেটা ওর জন্যই ভালো। প্রথমত এশিয়া কাপ, তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটে ওডিআই ম্যাচ। আর তারপর ওডিআই বিশ্বকাপ রয়েছে।'

ভারতের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম মনে করেন, বর্তমানে বুমরা যত বেশি ম্যাচ খেলবেন সেটা তাঁর জন্য ততটাই ভালো। এশিয়া কাপের পরই রয়েছে বিশ্বকাপ। তাই সে কথা মাথায় রেখে এগোন উচিত। গম্ভীরের কথায়, 'বিশ্বকাপ চার বছর পর পর হয়। কে বলতে পারে, চার বছর পর কী হবে। চার বছর পর একজন ফাস্ট বোলারের ফিটনেস ও ছন্দ কেমন থাকবে সেটা বলা কঠিন। তাই আমার মনে হয় ও যত ম্যাচ খেলবে সেটাই ভালো। ভারতীয় টিমের এখন ওকে বিরতি দেওয়া ঠিক হবে না। বুমরা ২০ ওভারের ফর্ম্যাটে খেলে জাতীয় দলে ফিরেছে। সামনে অন্য ফর্ম্যাট। ওকে ১০ ওভার বল করতে হবে। সরাসরি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। কোনও ওয়ার্ম আপ ম্যাচও খেলেনি ভারত। স্নায়ুর চাপ সামলানোর মতো পরিস্থিতিতে তাই ওকে পড়তে হয়নি। তবে ও ম্যাচ উইনার এবং আমি আশাবাদী ও মানিয়ে নেবে।'

# জুরিখ ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় হয়ে বিন্দুমাত্র হতাশ নন নীরজ, জানালেন পরবর্তী লক্ষ্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ব্যাক টু ব্যাক ইভেন্ট থাকলে শারীরিক ধকল হওয়াটা যে কোনও অ্যাথলিটের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। জুরিখ ডায়মন্ড লিগে ঠিক সেটাই হয়েছে নীরজ চোপড়ার সঙ্গে। বিশ্ব মিটে সদ্য সোনা জিতেছেন ভারতের জ্যাভলিন সুপারস্টার নীরজ চোপড়া। তবে তাঁর এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। তাই ফের নেমে পড়েছেন ট্র্যাকে। জুরিখের লেটজিগ্রুন্ড স্টেডিয়ামে চলছে ডায়মন্ড লিগ। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সদ্য সোনাজয়ী নীরজ ডায়মন্ড লিগের জুরিখ পর্বে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের ষষ্ঠ প্রয়াসে ৮৫.৭১ মিটারে শেষ করেন নীরজ। অন্যদিকে ৮৫.৮৬ মিটার জ্যাভলিন থ্রো করে প্রথম স্থান দখল করেছেন জ্যাকুব ভাদলেচ। নীরজ ২০২২ সালে ডায়মন্ড লিগ জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন। এ বারও ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন নীরজ। জুরিখ পর্বে দ্বিতীয় হলেও বিন্দুমাত্র হতাশ নন নীরজ। তাই ইভেন্টের পর জানিয়েছেন, যা পারফর্ম করেছেন তাতে খুশি।

দাপেস্ট বিশ্ব মিটে সোনা জেতার পর কিছুটা ক্লান্ত ছিলেন নীরজ। তারপরও নেমেছিলেন জুরিখ ডায়মন্ড লিগে। সেখানে দ্বিতীয় হওয়ার পর নীরজ বলেন, 'আমার ভালোই লাগছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর সকলে খানিকটা ক্লান্ত। বুদাপেস্টে আমরা সকলে নিজেদের ১০০ শতাংশ দিয়ে পারফর্ম করেছিলাম। এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য আমার ফোকাস ছিল সুস্থ থাকা। এ বার আমাদের লক্ষ্য ইউজিন ডায়মন্ড লিগ। তারপর রয়েছে এশিয়ান গেমস।' নীরজ চোপড়া চলতি মরসুমে জুরিখ ডায়মন্ড লিগের আগে অবধি অপরাজিত ছিলেন। ডায়মন্ড লিগে দোহা, লসেন ও ইউজিন পর্বের শেষে নীরজের পয়েন্ট ২৩। অন্যদিকে জ্যাকুব ভাদলেচের পয়েন্ট ২৯ এবং জুলিয়ান ওয়েবারের পয়েন্ট ২৫। নীরজ ইউজিনে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নামার আগে প্রতিযোগিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। কারণ তিনি মোনাকো ডায়মন্ড লিগে অংশ নিতে পারেননি। চলতি সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউজিনে ডায়মন্ড লিগের ফাইনাল। দোহা ও লসেন পর্বে জিতেছিলেন নীরজ। জুরিখে অবশ্য দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন। এ বার ইউজিনে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দ্বিতীয় হিরে জিততে পারেন কিনা তারই অপেক্ষা।

শুক্রবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শৈলেন মান্নার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান 'শতবর্ষে মান্নাদা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও ক্রীড়া জগতের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ছবি - অদিতি সাহা

# ব্যাংককে আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় সিউড়ির জলি

**মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি**

আগামী ৯ -১০ ই সেপ্টেম্বর ব্যাংককে গ্র্যান্ড হাওয়ার্ড হোটেল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এশিয়া প্যাসিফিক যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ এ অংশ নিচ্ছেন সিউড়ির জলি মন্ডল হাজরা। এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশন আয়োজিত এই যোগাসন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় মহিলা দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক মঞ্চকে পাখির চোখ করে অনুশীলনে ব্যস্ত জলি। যোগ প্রশিক্ষক শুভজিৎ দাস অবশ্য আশাবাদী জলি ভালো ফল করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে তাই এফসি মনটার সদস্যদের সাথেই সকালবেলায় ফুটবল খেলতে ব্যস্ত জলি। তিনি জানান সকালবেলায় কিছু শারীরিক কসরতের পর ফুটবল খেলে নিজেকে আরো ফিট রাখছি সঙ্গে চলছে যোগাভ্যাস, তার আশা জীবনের এই প্রথম দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে জয়ী হয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করা। মনটা এফসি অন্যতম সদস্য রূপেন্দ্র মোদি ও রফি আহমেদ বলেন জলি যেভাবে ফুটবল মাঠে পরিশ্রম করে ঠিক সেভাবেই যোগ অভ্যাস করে, তাই আমাদের আশা সে বিদেশের মাটিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে আমরা সেদিকেই তাকিয়ে আছি।

# সৌদি আরবের ফুটবলকে চিনের সঙ্গে তুলনা করলেন উয়েফা সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ক্লাব ফুটবলে ইউরোপীয় লিগগুলোর দাপটকে এবার বড়সড় ধাক্কাই দিয়েছে সৌদি প্রো লিগের (এসপিএল) দলগুলো। অন্তত খেলোয়াড় কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই। এবারের ২০২৩,২৪ মৌসুমের দলবদলের খরচে প্রিমিয়ার লিগ ছাড়া সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে সৌদি প্রো লিগ। ব্যালন ডি'অরের বর্তমান মালিক করিম বেনজেমা থেকে শুরু করে নেইমার, সাদিও মানেসহ অনেকেই নাম লিখিয়েছেন সৌদি ক্লাবগুলোতে।

এভাবে একের পর এক ভালো মানের খেলোয়াড়ের সৌদি আরবে চলে যাওয়া ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর জনপ্রিয়তার জন্য হুমকি বলে মনে করছেন অনেকে। তবে উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন এটিকে বড় করে দেখতে রাজি নন। ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের মতে, সৌদি আরব এখন যা করছে, তা আগেই করেছিল চীন। কিন্তু চীনের ক্লাব ফুটবল বা জাতীয় দলের জন্য সেটা উপকারে আসেনি। সৌদি আরবের টাকা ঢালা নিয়েও সেফেরিন তাই উদ্বিগ্ন নন।

মোনাকোয় গত রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ড্র ও বর্ষসেরা পুরস্কার অনুষ্ঠানের আগে লেকিপের সঙ্গে কথা বলেন সেফেরিন। ফরাসি সংবাদমাধ্যমটিকে সৌদি বিষয়ে চীনের সঙ্গে তুলনা টেনে তিনি বলেন, 'এটা হুমকি নয়। একই ব্যাপার তো আমরা চীনের ক্ষেত্রেও দেখেছি। ওরাও প্রচুর টাকা দিয়ে ক্যারিয়ারের শেষ দিকে থাকা খেলোয়াড়দের কিনে নিয়েছিল। কিন্তু চীনের ফুটবলের তাতে উন্নতি হয়নি। ওদের দেশ এরপর আর বিশ্বকাপেও জায়গা করে নিতে পারেনি।' সৌদি প্রো লিগে তারকা খেলোয়াড়দের ঢল শুরু হয় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দিয়ে, যিনি বছরের শুরুতে আল নাসরে নাম লেখান। পরে এবারের দলবদলে একই পথ অনুসরণ করেন নেইমার, বেনজেমা, মানে, রিয়াদ মাহরেজ, এনগালো কান্তে, ফাবিনিও, জর্ডান হেন্ডারসনরা।

উয়েফা সভাপতির দাবি, দুই ধরনের খেলোয়াড় সৌদি প্রো লিগে যাচ্ছেন। আর্লিং হলান্ড, কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো খেলোয়াড়েরা নন, 'যারা ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় আছে এবং শীর্ষ প্রতিযোগিতায় খেলার বিষয়ে খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তারা সেখানে খেলতে যাচ্ছে। আমি যত দূর জানি, এমবাপ্পে আর হলান্ড কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে না। আমি বিশ্বাস করি না, ক্যারিয়ারের চূড়ায় থাকা সেরা মানের খেলোয়াড়েরা সেখানে যেতে চায়। মানুষ যখন আমাকে কারও চলে যাওয়ার কথা জানায়, তখন বলতে পারে না, কোথায় যাচ্ছে।' কয়েক দিন আগে ইতালির সংবাদমাধ্যম কোরিয়েরে দেল্লো স্পোর্তের এক খবরে বলা হয়, সৌদি আরবের ফুটবল কর্তারা উয়েফাকে একটি প্রস্তাব দিতে চান, যাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে সৌদি ক্লাব অংশ নিতে পারে। এমন সম্ভাবনা আসলে কতটা আছে, জিজ্ঞাসা করা হলে উয়েফা সভাপতি উড়িয়ে দেন, 'শুধু ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোই চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ এবং কনফারেন্স লিগে খেলতে পারে। আমাদের সঙ্গে কথা বলা ছাড়াই সংবাদমাধ্যমটি খবর ছাপিয়ে দিয়েছে।'

# সমর্থকেরা উপভোগ্য ম্যাচ দেখবেন- ফাইনালে সামনে মোহনবাগান, খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এফসিকে হারিয়ে আগেই ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ কে হবে সেটা দেখতেই যুবভারতীতে বৃহস্পতিবার উপস্থিত হয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকারী কোচ দিমাস দেলগাদোও। মাঠে বসেই মোহনবাগানের শক্তি ও দুর্বলতা দেখে নিলেন কুয়াদ্রাত। আসলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম এফসি গোয়া ম্যাচটি দেখতে আগে থেকেই মাঠে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত।

ডুরান্ড কাপের ফাইনালের প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়াই ছিল ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের আসল কাজ। মাঝে মাঝেই খেলা চলাকালীন দেখা যায় বেশ কিছু নোটও নিচ্ছেন কুয়াদ্রাত। লাল-হলুদ কোচের সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহকারী সহ চার বিদেশি ফুটবলারও মোহনবাগানের ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচ শেষে কুয়াদ্রাত বলেন, 'শেষ বাঁশি পর্যন্ত খেলা দেখলাম। কারণ, অন্তিম পর্বেও অনেক কিছু ঘটতে পারে। ফাইনালে ডার্বি হওয়ায় ভালোই লাগছে। ফুটবলপ্রেমীরা উপভোগ্য ম্যাচ দেখতে পাবেন।' দীর্ঘ ব্যর্থতার পর চলতি মরশুমে সাফল্যের খোঁজে এগিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। আর এই পথ দেখাচ্ছেন অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচ। ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারানোর পর ফুটবলারদের আত্মতুষ্ট হতে বারণ করেছিলেন তিনি। তাই তারপর পঞ্জাব এফসি, গোকুলাম এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বাধা টপকে শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। শুক্রবার থেকেই ডুরান্ড কাপের ফাইনালের প্রস্তুতি শুরু করে দেবে ইস্টবেঙ্গল। এদিকে গ্রুপ লিগের ডার্বিতে হারের পরে অনেকেই বলেছিলেন মোহনবাগান এএফসি-র জন্য নিজেদের একশো শতাংশ দেয়নি। তবে এবারই প্রমাণ হবে যে, সেই কথাটি সত্যি ছিল না নাকি সেটি মন গড়া কথা বলেছিল মোহনবাগানের সমর্থকেরা।

এদিকে ফাইনালে উঠে মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো বলেন, 'ডার্বি কোনও বদলার নয়। কারণ, এটা প্রি-সিজন। আমাদের সামনে আইএসএল, এএফসি কাপও রয়েছে। তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সমর্থকদের কাছে অবশ্যই ডার্বি আকর্ষণীয়।' কোচের সঙ্গে অবশ্য পুরোপুরি একমত নন এ দিন মোহনবাগানের নায়ক আর্মান্দো সাদিকু। ম্যাচ জিতিয়ে তিনি বলছেন, 'সমর্থকরা চায় বড় ম্যাচ জিততে। রিকোভারি আমাদের জরুরি। কোচ যতই বলুক, আমার কাছে অবশ্যই ডার্বি বদলার। কারণ, আগেরটা আমার প্রথম ম্যাচ ছিল। দলের জয়সূচক গোল করে দারুণ লাগছে। এ বার হয়তো সমর্থকরা আমাকে ভালোবাসবে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**